Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা জান্নাত

রোলঃ 23100120626

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা জান্নাত

রোলঃ 23100120626

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহিমা জান্নাত, আইডিঃ 23100120626 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Fahema Jannat

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফাহিমা জান্নাত

আইডিঃ 23100120626

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়:-১(ভূমিকা) 8

গীবত কী? 10

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ অথবা সংজ্ঞা 14

গীবত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:- 16

গীবত,অপবাদ ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য:- 18

সত্য কথা বললেও কি গীবত? 21

অধ্যায়:-২(গীবতে লিপ্ত হওয়ার কতিপয় কারণসমূহ) 24

(১) শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ: 24

(২) ক্রোধ ও প্রতিশোধ : 25

(৩) নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় তিরস্কার : 25

(৪) মর্যাদায় সমপর্যায়ে পৌঁছলে অহংকার প্রকাশ পায়: 26

(৫) লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা গল্প বর্ণনা: 27

(৬) অন্যের প্রতি কুধারণা: 27

(৭) অধিক অবসর ও বেকারত্ব: 28

(৮) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নৈকট্য লাভের আশা: 29

(৯) নিজের ত্রুটির প্রতি নজর না দেয়া: 29

(১০)সামাজিক প্রভাব ও সচেতনতার অভাব:- 30

অধ্যায়:-৩(গীবতের বিভিন্ন রূপ) 31

মুসলমানের গীবত 31

অমুসলিম নাগরিকের গীবত 31

মৃত ব্যাক্তির গীবত 32

দৈহিক কাঠামোর গীবত 34

পোশাকের গীবত 37

বংশের গীবত...37
গুনাহের গীবত 41
সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত...44
ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত..44
মুখের গীবত..45
কানের গীবত 45
অন্তরের গীবত 46
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত..46
অধ্যায়:-৪ (গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ) 48
(১) অত্যাচারীর যুলুম প্রকাশ: 48
(২) ফতওয়া জানতে চাওয়া: 49
(৩) কোন 'ব্যক্তির পরিচয় বোঝাতে:..50
(৪) মুসলিম সমাজকে সতর্ক করতে:..50
(৫) ফাসাদ সৃষ্টিকারী ফাসেক ব্যক্তির সমালোচনা 53
(৬) গর্হিত কাজ দূর করতে সহযোগিতা চাওয়া:..53
অধ্যায়:-৫(গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম) 54
(১) কবরে শাস্তি ভোগ: 55
(২) পরকালে শাস্তি ভোগ:...57
(৩) জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত:..58
(৪) দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ত্রুটি প্রকাশ:..58
(৫) অন্যের পাপের বোঝা নিজ ঘাড়ে চাপে:..59
(৬) সমাজে ভাঙ্গন ও হিংসা-বিদ্বেষ বিস্তার: 60
(৭) সৎসাহস হারায় ও আমর বিল মা'রুফের দরজা বন্ধ হয়:.......................................62
(৮) মুনাফিকী চরিত্র প্রকাশ পায়: 63

(৯) ঈমানে অপূর্ণতা আসে: 64

(১০) গীবতকারীর দুর্গন্ধ দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে যায়: 64

(১১) মৃত জানোয়ারের গোস্ত ভক্ষণ: 65

(১২)গীবত ও নামীমাকারী নিকৃষ্ট মানুষ: 66

অধ্যায়:-৬(গীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ) 66

(১) তাকওয়া: 66

(২) ভাষা নিয়ন্ত্রণ: 67

(৩) আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয়: 69

(৪) আল্লাহর অসন্তোষ থেকে নিজেকে হেফাযত করা: 70

(৫) আত্মসমালোচনা বা নিজের ক্রটির প্রতি খেয়াল করা: 70

(৬) চরিত্র ধ্বংসের ভয় করা। 71

(৭) বিপদ মুহূর্তে মূল সম্বল হারানোর ভয়: 71

(৮)অন্যের প্রতি যুলুম না করা: 72

(৯) নিজে যেমন ভাল ব্যবহার পেতে চাই, অপরের সাথে অনুরূপ ভাল ব্যবহার করা: 73

(১০) সৎ সঙ্গী গ্রহণ: 73

(১১) হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন : 74

(১২) মৃত্যুকে স্মরণ করা: 74

(১৩) পরকালের পাথেয় সংগ্রহ: 74

(১৪) সালাফে সালেহীনের বাণী ও আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ: 75

(১৫) খালেছ অন্তরে তাওবা করা: 76

(১৬) গীবতমুক্ত আড্ডা: 76

(১৭) আল্লাহর জন্য ভালোবাসা: 78

অধ্যায়:-৭ (গীবত সম্পর্কে অন্যান্য) 80

গীবত পরিহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত:- 80

গীবত শোনার অপকৃষ্টতা:- 82
গীবত ত্যাগের উপকারিতা:- 83
গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত:.. 85
গীবত থেকে তাওবা করা:-.. 87
গীবতের কাফফারা:- 89
গীবতের অপরাধ ক্ষমা করা:- 93
আধুনিক যুগে গীবত(ডিজিটাল গীবত):.. 94
গীবত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের নীতি: 99

অধ্যায়:-১(ভূমিকা)

গীবত একটি ভয়াবহ পাপ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি, সূদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়া ও স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটা অনেকের স্বভাবসুলভ আচরণে পরিণত হয়ে গেছে। বলা যায়, এখন তো কোনো বৈঠক গীবত ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়! আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেও অনেকে এই গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে। নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি ও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে।

বর্তমান সমাজে গীবত একটি ভয়াবহ ব্যাধীতে পরিণত হয়েছে। আমরা নিজেকে যতই ভদ্রলোক প্রমাণের চেষ্টা করিনা কেন, নিজেকে যতই জ্ঞানী,শিক্ষিত দাবি করি না কেন,নিজেকে যতই সচেতন নাগরিক হিসেবে অহংবোধ করিনা কেন পরনিন্দা চর্চায় আমরা কিন্তু সবাই অভ্যস্ত।কেউ কম কেউ বা বেশি।অথচ গীবত করতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

ইমাম ইবনুল-কাইয়্যিম রহ. বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিজেকে ভালোভাবে চিনতে পেরেছে, অন্যের দোষ-ত্রুটি বাদ দিয়ে নিজের সংশোধনে লেগে গেছে।’ [আল ফাওয়াইদ: ৮০]

.

অন্তরে যখন কারো প্রতি ঘৃণা বেড়ে যায়, রাগ যখন ক্ষোভে পরিণত হয়, তখন না চাইতেই মুখ ফোঁসকে বেরিয়ে যায় ব্যক্তির সমালোচনা। এভাবেই গীবতের সূচনা হয়। নেক ব্যক্তি স্বীয় পদস্খলনের ব্যাপারে সচেতন থাকে, ফলে সে তাৎক্ষণিক

তাওবাহ করে নেয়। পক্ষান্তরে পাপি ব্যক্তি নানান অজুহাতে গীবতকে বৈধ প্রমাণে অপচেষ্টা করে। আর এমন ব্যক্তির সংখ্যাই আমাদের মধ্যে বেশি।
গুনাহ পরিত্যাগের ভিতর সবচেয়ে কঠিন হলো গীবত পরিত্যাগ করা। এমনকি বহু দ্বীনদার ব্যক্তিও এই পাপ থেকে মুক্ত নয়। এই জন্য রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।' [বুখারী, মুসলিম]

গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ।
ইমাম নববি রহ. জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের একটি তালিকা করেছেন। সেই তালিকার মাঝে তিনি সর্বপ্রথম গীবতের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের মধ্যে এটির ব্যাপকতাই সবচেয়ে বেশি। এটি এমন এক ব্যাধি; যা আমাদের প্রতিটি আসরে, প্রতিটি মজলিশে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কোনো আড্ডা আজ এই গীবত থেকে মুক্ত নয়। কোনো আলাপচারিতা আজ গীবতের জঞ্জাল থেকে পবিত্র নয়। অথচ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গীবত সম্পর্কে কঠিন শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। কুরআনুল কারিম গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে যেই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছে; অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে ততটা রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করেনি।

গীবত বা পরনিন্দা মানব সমাজের একটি প্রচলিত কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিকর অভ্যাস, যা ধীরে ধীরে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গীবত বলতে বোঝায়—কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ-ত্রুটি আলোচনা করা, যা সে শুনলে কষ্ট পাবে। অনেক সময় মানুষ এটিকে তেমন গুরুতর বিষয় মনে করে না; বরং সাধারণ আলাপচারিতা বা বিনোদনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ, যা মানুষের নৈতিকতা ও আত্মিক উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করে।
বর্তমান যুগে গীবত আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। পারিবারিক আড্ডা, বন্ধুদের আলোচনা, কর্মক্ষেত্রের কথোপকথন এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ অনেক সময় বুঝতেই পারে না যে, সে অজান্তেই একটি গুরুতর অন্যায়ে লিপ্ত হচ্ছে। এর ফলে ব্যক্তি জীবনে যেমন মানসিক অস্থিরতা

ও নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়, তেমনি সামাজিক জীবনে সৃষ্টি হয় অবিশ্বাস, হিংসা, বিভেদ ও দ্বন্দ্ব।
গীবতের অন্যতম ভয়াবহ দিক হলো—এটি মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। একজন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা শুধু তার প্রতি অন্যায় নয়, বরং সমাজের সুস্থ পরিবেশকেও নষ্ট করে। এতে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়। ফলে পরিবার, বন্ধু মহল এবং বৃহত্তর সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়।
ইসলামে গীবতের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা এর ঘৃণ্যতা ও জঘন্যতাকে প্রকাশ করে। রাসূল (সা.)-এর হাদিসেও গীবত থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবুও বাস্তব জীবনে আমরা অনেকেই এই বিষয়ে উদাসীন থেকে যাই, যা আমাদের আত্মিক উন্নতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
গীবত হচ্ছে গুনাহে কবীরা বা বড় গুনাহ। কুরআনুল কারিমে সুরা হুমাযার প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

''দুর্ভোগ প্রত্যেকের যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।'' (হুমাযাহ:০১)

গীবত কী?

জিহ্বা একটি মাংসপিণ্ড হলেও এটি হৃদয়ের দ্বার। এটি অন্তরের খবর সরবরাহ করে। এটি যেমন মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ডোবাতে পারে, তেমনি সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন করতে পারে। অযথা ও অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় কথা থেকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ রেখে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাই ঈমানের অনিবার্য দাবী।

ঝগড়া-বিবাদ, তিরস্কার, মিথ্যা কথা, মুনাফেকি, পরনিন্দা, গালমন্দ ইত্যাদি থেকে যবানকে নিয়ন্ত্রণ রাখাই ঈমানের আবশ্যকীয় অংশ। জিহ্বাকে সংযত রাখার ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে অসংখ্য উদ্ধৃতি আলোচিত হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তে গীবতের হুকুম হলো হারাম ও কবিরা গুনাহ। তাই কুরআন-হাদিস গীবত থেকে বিরত থাকার জন্যে কঠোর থেকে কঠোরতর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণার্থে জালিম শাসক তথা নেতা-উপনেতার গীবত করা, দীনের স্বার্থে যেকোনো মানুষের দোষের বর্ণনা দেওয়া, অত্যাচারীর স্বরূপ তুলে ধরা ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে দোষের বর্ণনা জায়েয।

মুসলিমদের গীবত ও তাদের মান-ইজ্জতে অহেতুক নাক গলানো এখন একটি জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ গীবত করতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মানুষ যাতে গীবতকে ঘৃণা করে এবং তাতে নিরুৎসাহ হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেছেন। সর্বোপরি তিনি গীবতকে এমন ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করেছেন, যে কোনো মনই তার প্রতি বিতৃষ্ণ হবে। তিনি বলেছেন,
﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ﴾ [الحجرات: ١٢]
"তোমরা একে অপরের যেন গীবত না কর। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ পছন্দ করে? অনন্তর তোমরা তা অপছন্দ কর"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২]

গীবতের গুনাহ খুবই মারাত্মক, তাই আমাদের জানতে হবে যে গীবত কি?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জান, গীবত কি? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ গীবত হল তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলঃ আমি যা বলেছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থেকে থাকে, তাহলে আপনি কি বলেন? তিনি বললেনঃ তুমি তার সম্পর্কে যা বলেছ তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তুমি তার গীবত

করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে। {সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৮৯}

সুতরাং শরিয়তের পরিভাষায় কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়, তাকে গীবত বলা হবে। তা বাচনিক কিংবা লেখনীর মাধ্যমে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো পন্থায়ই হতে পারে। আর যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই, তা হলে তা মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে। একেই কুরআনের ভাষায় 'বুহতান' বলা হয়। মানুষের মধ্যে যে দোষ আছে এবং যার চর্চা সে অপছন্দ করে তা আলোচনা করাই গীবত। চাই সে দোষ তার শরীর সংক্রান্ত হোক কিংবা দীন ও চরিত্র বিষয়ক হোক কিংবা আকার-আকৃতি বিষয়ক হোক। গীবত করার আঙ্গিক বা ধরণও নানা রকম রয়েছে। যেমন, ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরা ইত্যাদি।

আল্লাহ পাকের নিকটে গীবত বড়ই কদর্য ও খারাপ কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ গীবতের ব্যাপারে খুবই উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে। এজন্য গীবতের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ«

“সূদের (পাপের) ৭৩টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া তুল্য পাপ এবং ঊর্ধ্বতম স্তর হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের হানি ঘটানোতুল্য পাপ” ।[সুনানে ইবনে মাজাহ,২২৭৪; মুসনাদে আহমাদ]

যে মজলিসে কারও গীবত করা হয় সেখানে যে ব্যক্তিই উপস্থিত থাকুক তাকে তা নিষেধ করা ওয়াজিব। যে ভাইয়ের গীবত করা হয় তার পক্ষ নিয়ে সাধ্যমত তাকে সহযোগিতা করাও আবশ্যক। সম্ভব হলে ঐ মজলিসেই গীবতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন”।[সুনানে তিরমিযী,১৯৩১]

একটি কথা মনে রাখা জরুরি, ব্যক্তি মুসলমান হোক কিংবা অমুসলিম; গীবতের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ধর্ম দেখার কোনো সুযোগ নেই। আপনি মুসলিম হয়েএকজন অমুসলিম ব্যক্তির গীবত করার ইখতিয়ার রাখেন না। অমুসলিম ব্যক্তিকে নিয়ে গীবত জায়েয মনে করা চরম পর্যায়ের মূর্খতা।

আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, অনুপস্থিত জীবিত বা মৃত যেকোনো লোককে গালি দেওয়া মহাপাপ, এবং কোনো মুমিনকে গালি দেওয়া কবিরা গুনাহ। আর যাকে গালি দেওয়া হয়, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া এই কবিরা গুনাহ মার্জন করা হয় না। তাই অন্য কবিরা গুনাহের চেয়ে গীবতের গুনাহ মারাত্মক এবং ভয়াবহ। এটাও একধরনের হক, যা গীবতকারীর কাছ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া মাফ সম্ভব নয়। তাই কাউকে গালমন্দ করা কোনো মুমিনের-বৈশিষ্ট্য হতে পারে না বরং এটি মুনাফিকের নিদর্শন মাত্র; আর কোনো মুনাফিক প্রকৃত অর্থে ঈমানদার হতে পারে না।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ করলে দেখা যায়, গীবত সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুব কমই রয়েছে। আমরা এমন অনেক কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার এবং কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত; যেগুলো গীবত পর্যায়ের গুনাহ, কিন্তু অজ্ঞতাবশত আমরা অধিকাংশই গীবতের প্রকারভেদ সর্ম্পকে ধারণা রাখি না। সেজন্য আমরা অজান্তেই গীবত করে বসি। আমরা শুধু মনে করি বা ধারণা রাখি, লোকের অনুপস্থিতিতে তার দোষ-চর্চাই গীবত, কিন্তু এর বাহিরেও যে গীবতের নানান প্রকারভেদ রয়েছে সে সর্ম্পকে আমরা অবহিত নই।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ অথবা সংজ্ঞা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণীর আলোকে মহান আলেমগণ গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ করেন:

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে নিকৃষ্ট কথা সহকারে তার উল্লেখ করা"।

ইমাম গাযালী (রহি:) বলেন,

حد الغيبة أنْ تَذكُرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَه.. ُ

"গীবতের সংজ্ঞা এই যে, তুমি তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করলে যে, তা যদি তার কানে পৌঁছে তবে সে তা অপছন্দ করবে"।

হাদীসের প্রসিদ্ধ অভিধান 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে ইবনুল আছীর (রহি:) গীবতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন:

أَنْ تَذكُرَ الْإِنْسَانَ فِي غَيْبَةٍ بِسُوءٍ كَانَ فِيه. ِ

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তুমি তার দুর্নাম করলে, যদিও তার মধ্যে সেই দুর্নাম থেকে থাকে"।

ইমাম নববী (রহি:) গীবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

سواءٌ ذَكَرْتُهُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ ذكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُه.... ُ

والرمز.

"কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে...... চাই তা প্রকাশ্যে করা হোক অথবা ইশারা-ইংগিতে"।

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (রহি:) বলেন:

هِيَ أَنْ يُذْكُرَ الإِنْسَانُ عَيْبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَحُوجٍ إِلى ذِكْرِ ذَالِك. ◌َ

"নিষ্প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে গীবত।"

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহি:) বলেন,

الْغِيْبَةُ أَنْ يُتَكَلَّمَ خَلْفَ إِنْسَانِ بِمَا يَغُمُّهُ لَوْ سَمِعَهُ وَكَانَ صِدْقًا إِذَا

كَانَ كَذِبًا فَيُسَمَّى بُهْتَانًا

"গীবত এই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলে যা শুনলে সে চিন্তাগ্রস্ত হবে- তা সত্য হলেও। অন্যথায় সে কথা মিথ্যা হলে তার নাম অপবাদ"।

ইবনুত-তাইন (রহি:) বলেন:

الغيبة ذكر المَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ بِظَهْرِ الْغَيْب. ◌ِ

"গীবতের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে।"

আল্লামা কিরমানী (রহি:) প্রদত্ত সংজ্ঞা:

الغِيبَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ خَلْفَ الْإِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ سَمِعَهُ وَلَوْ كَانَ صِدْقًا.

"গীবত এই যে, তুমি কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বললে যা শুনলে সে অপছন্দ করবে- যদিও তা সত্য হয়।"

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহি:) গীবত ও চোগলখোরি সম্পর্কে বলেনঃ

الغيبَةُ تُوْجُدُ فِي بَعْضِ صُورِ النَّمِيمَةِ وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي غَيْبَةِ بِمَا فِيهِ ممَّا يَسُوءُهُ قَاصِداً بذالك الافساد

"চোগলখোরির কোন কোন পর্যায়ের মধ্যে গীবতও পাওয়া যায়। তা এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষ বর্ণনা করে যা তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়, আর এই বর্ণনার উদ্দেশ্য বিবাদ-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা"।

গীবত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:-

'গীবত' (الغِيْبَةُ) আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হ'ল- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।
গীবতের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ 'তোমরা কি জান গীবত কী? ছাহাবীগণ বললেন, '(এ ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ '(গীবত হচ্ছে) তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে'। জিজ্ঞেস করা হ'ল- أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ 'আমি যা বলছি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহ'লে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ 'তুমি তার (দোষ-ত্রুটি) সম্পর্কে যা বলছ, সেটা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহ'লে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সেই (ত্রুটি) তার মধ্যে না থাকে, তাহ'লে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে'।
ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (রহি:) বলেন, 'গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। চাই সেই দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক তার দেহ-

সৌষ্ঠব, দ্বীনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোষাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা, রূঢ়তা, প্রফুল্লতা-স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোন কিছুর সাথেই হোক না কেন। এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, আকার-ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, হাত দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা অন্য যেকোন উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত'। মোটকথা কারো মধ্যে যদি সত্যিকারার্থেই কোন দোষ-ত্রুটি থাকে, আর সেটা নিয়ে আলোচনা করা যদি তিনি অপছন্দ করেন, তাহ'লে সেই সত্যি কথাটা অপরকে বলে দেওয়ার নামই হ'ল গীবত বা পরনিন্দা। আর যদি সেই দোষ তার ভিতর না থাকে, তবে সেটা 'বুহতান' বা অপবাদ।

গীবতের কতিপয় পরিভাষা : হাসান বছরী (রহি:) বলেন, 'গীবতের তিনটি ধরন আছে। যার প্রত্যেকটি আল্লাহর কিতাব কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে- গীবত, ইফ্ক এবং বুহতান।

১. **গীবত (পরনিন্দা) :** গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলা, যা বাস্তবেই তার মাঝে বিদ্যমান আছে।

২. **ইফ্ক (মিথ্যা রটনা) :** তোমার কাছে কারো দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে, সেটা বলে বেড়ানো বা যাচাই না করে অন্যকে বলে দেওয়া। (যেমন- মা আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে ঘটেছিল)।

৩. **বুহতান (অপবাদ) :** রাসূলের উক্তি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা তার মাঝে নেই'।তবে গীবতের আরো কিছু পরিভাষা আছে। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

৪. **নামীমাহ (চোগলখুরী) :** পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অরেকজনকে বলা। এটাকে নামীমাহ বা চোগলখুরী বলা হয়। ইবনু হাজার (রহি:) বলেন, 'অনেকে ইখতিলাফ করেন যে, 'গীবত' ও 'নামীমাহ' কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন কিছু? এ ব্যাপারে সঠিক কথা হ'ল উক্ত দুই পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নামীমাহ' হ'ল ফাসাদ সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে একজনের অপছন্দনীয় কথা অন্যকে বলে দেওয়া, সেটা জেনে হোক বা না জেনে হোক। আর 'গীবত' হ'ল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপছন্দ করে।

৬. হুমাযাহ ও লুমাযাহ : পবিত্র কুরআনের ‘সূরা হুমাযাহ’-তে এই দু’টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। ‘হুমাযাহ’ শব্দের অর্থ হ’ল ‘সম্মুখে নিন্দাকারী’। আর ‘লুমাযাহ’ শব্দের অর্থ হ’ল ‘পিছনে নিন্দাকারী’। আবুল ‘আলিয়াহ, হাসান বছরী, রবী‘ বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, الْهُمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعَنُ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ، وَاللُّمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُهُ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا غَابَ، ‘হুমাযাহ’ হ’ল সেই ব্যক্তি, যে মানুষের মুখের উপর নিন্দা করে এবং দোষারোপ করে। আর ‘লুমাযাহ’ হ’ল সেই ব্যক্তি যে পিছনে তার অনুপস্থিতিতে নিন্দা করে’।

৭. শাত্ম : ‘শাত্ম’-এর অর্থ হ’ল- তিরস্কার করা, ভৎর্সনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, কটূক্তি করা। অর্থাৎ সত্য কথার বিপরীতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, সেটা নিয়ে ঠাট্টা করা বা কটূক্তি করাকে ‘শাত্ম’ বলা হয়। সাধারণ মানুষকে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা মহাপাপ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা:)-কে নিয়ে যদি কেউ কটূক্তি করে, তাহ’লে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত। রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে ‘শাতিমুর রাসূল’ বলা হয়।

গীবত,অপবাদ ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য:-

গীবত, অপবাদ ও চোগলখোরি—তিনটিই গুরুতর সামাজিক ও ধর্মীয় অপরাধ। কারো অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষ চর্চা করা হলো **গীবত**, যা অপছন্দনীয়। **অপবাদ** (বুহতান) হলো মিথ্যা দোষারোপ—যা কারো মধ্যে নেই তা রটানো। আর **চোগলখোরি** হলো মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে দেওয়া।

মূল পার্থক্যসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

গীবত (Gheebah): মানুষের অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা (দোষটি সত্য হওয়া শর্ত)।

অপবাদ (Buhtan): কারো সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা দোষারোপ করা

চোগলখোরি (Namimah): দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ বা ফাটল ধরাতে একজনের কথা অন্যজনের কাছে চুগলি করা।

অনেক মানুষ মনে করে থাকে, যার মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি নেই, আর সে দোষ-ত্রুটি বর্ণনাই হচ্ছে গীবত; এই ধারণা মোটেই সঠিক নয়। গীবত হচ্ছে তা-ই, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে, সে দোষ-ত্রুটি অপরের কাছে বর্ণনা করা।

আর চোগলখোরী হচ্ছে, কারো মান-সম্মান ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে বা পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারো নামে মিথ্যা দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো; যা অভিযুক্ত ব্যক্তির মাঝে নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

আমি কি তোমাদের হুশিয়ার করব না; চোগলখোরী কী? তা হচ্ছে কুৎসা রটানো; যা মানুষের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি সত্য কথা বললে সত্যবাদী লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা বললে মিথ্যাবাদী লিপিবদ্ধ হয়।

কুরআন-হাদিসে চোগলখোরের সমালোচনার সাথে কঠোর হুশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক স্কলারগণ চোগলখোরীকে গীবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তবে নিঃসন্দেহে চোগলখোরীও একটি মারাত্মক অপরাধ।

ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্যে একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকে চোগলখোরী বলে।(সহীহ মুসলিম:-৬৫৩০)

চোগলখোরদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির: যে অধিক কসমকার লাঞ্ছিত। পেছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। (সূরা কলাম:-১০-১১)

কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে যারা পেছনে নিন্দাকারী একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে বেড়ায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের সম্পরে কঠিন সাবধানবাণীও শোনানো হয়েছে। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লায় আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

কাত্তাত (যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[বুখারি:৬০৫৬]

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মদিনা বা মক্কার বাগানগুলোর মধ্য থেকে কোনো এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু-ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের দু-জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোনো গুরুতর অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এদের একজন পেশাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত না; অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করত।' অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন এবং তা ভেঙ্গে দু-টুকরো করে প্রত্যেকের কবরের উপর এক টুকরো করে রাখলেন। তাঁকে বলা হলো- 'হে আল্লাহর রাসুল, কেন এমনটা করলেন?' তিনি বললেন, 'আশা করা যেতে পারে; যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু-টি ডাল শুকিয়ে না যায়, তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে।'(সহীহ বুখারি:-২১৬)

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহ অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন-

পেশাব থেকে সতর্ক না থাকা কবীরা গুনাহের অন্তর্গত।

ইমাম খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন-

এটা এর উপর ধরা হবে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুই কবরবাসির আযাব লাঘবের জন্য দুয়া করেছেন, যতক্ষণ তা তরতাজা থাকবে। এটা নয় যে, আযাব বন্ধ করার ব্যাপারে গাছের ডালে এমন কোনো বৈশিষ্ট রয়েছে বা কাঁচা ডালে কোনো বৈশিষ্ট রয়েছে যা শুকনো ডালে নেই।

অর্থাৎ, যে-কারণে তাদের আযাব দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো তাদের দৃষ্টিতে খুব বড় কোনো অপরাধ মনে হয়নি, অথবা এ কাজগুলো তেমন বড় কোনো অপরাধ নয় যে, তা থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্য কঠিন ছিল; আর তা হচ্ছে পেশাব থেকে সতর্ক থাকা ও চোগলখোরী ছেড়ে দেওয়া। ধর্মীয় দৃষ্টিতে কাজগুলো বড় কোনো পাপ নয়- এমন নয়; বরং মূলত সেগুলো বড় পাপের অন্যতম।

হাফেয মুনযেরি রহিমাহুল্লাহ বলেন-

এজন্যেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরক্ষণেই বলেছেন, 'বরং তা বড় পাপই তো (আল্লাহই অধিক জানেন)।

সত্য কথা বললেও কি গীবত?

চলুন এক্ষেত্রে একটা ঘটনা দেখা যাক:-
পাবলিক ভার্সিটির ছাত্রী ফাবিহা।সদ্য দ্বীনে ফিরেছে সে। তাই সে সর্বদা চেষ্টা করছে পরিপূর্ণভাবে নামায পড়তে,
পর্দা মেইনটেইন করতে। দ্বীনের সকল বিষয় খুবই দৃঢ়তার সাথে পালন করার চেষ্টা করে সে এখন। কিন্তু তার এই হঠাৎ দ্বীনে ফেরা নিয়ে তার বেস্টফ্রেন্ড মালিহার ঘোর আপত্তি।মালিহার প্রথম কথা, ফাবিহা লোক দেখানোর জন্য নামায-কালাম পড়ছে, পর্দা করছে; লোকের সামনে সাধু সাজতে চাইছে।
"মালিহাকে যদি কেউ ফাবিহার কাছে এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তার জবাব: মৌলভীর বউ সেজেছে, সাধু হয়ে গেছে এখন। আরে এই তো কদিন হলো রাকিবের সাথে ব্রেকাপ হলো, আর কত ছেলের সাথে যে ফাবিহার সম্পর্ক

ছিলো সেগুলো কি আর বলবো! এখন কথায় কথায় হাদিস মারে, ওরকম হাদিস আমরাও পারি। যে ঢং ধরছে কয়দিন পরই দেখবি ওর সব ঢং উড়ে গেছে। আমার সামনে আসলে আমি ওর মুখোমুখিই এসব বলতে পারব। সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই নাকি; গর্বের সাথেই এসব বলে বেড়ায় মালিহা।

আমরা জানি; কেবল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-চর্চাই গীবত; আর এখানে যেহেতু মালিহা সব সত্য কথা বলেছে এবং এসব কথা সে ফাবিহার সামনেই বলতে পারবে তবে এখানে গীবত হলো কীভাবে?

আমরা অজ্ঞতাবশত সব থেকে বেশি গীবত এখানেই করি। এটা হয়তো আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা বা ভুল ধারণা থেকেই তৈরি হয়। প্রশ্ন জাগতে পারে-এটা গীবত হয় কীভাবে? কেনই-বা গীবত হবে? নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যবান থেকেই শুনে নেওয়া যাক-

কোনো এক প্রয়োজনে একজন বেটে স্ত্রীলোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তার দৈহিক কাঠামো বেটে হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা, তুমি স্ত্রীলোকটির "গীবত" করলে। তিনি বললেন-ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি তো বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি, অবশ্যই আমি তার বেটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এ ত্রুটি তার মধ্যে রয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হে আয়েশা, যদিও তুমি সত্য বলেছ, কিন্তু তুমি তার ত্রুটি বর্ণনা করেছ; তা-ই তা গীবত হয়ে গেল।

সেজন্য আমরা বলতে পারি, কারো কোনো ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত; যদিও সেই ত্রুটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে, তথাপিও তার ত্রুটি বর্ণনা করার কারণে তা গীবত হয়ে গেছে। যেমনটা মালিহা করেছে।

তাবেঈ ইবরাহিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনা করলে তুমি তার গীবত করলে। তোমার বর্ণিত দোষ তার মধ্যে না থাকলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের বললেন : গীবত হলো অপর ব্যক্তির এমন দোষ-ক্রুটি বর্ণনা করা-যা প্রকৃতই তার মাঝে রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তো মনে করতাম, কারো মধ্যে যে দোষ নেই, তার সাথে সে দোষ সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করাই হচ্ছে গীবত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তো মিথ্যা অপবাদ।

উপরে যেসব হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সামনে বলার মতো কোনো দোষ হোক বা না হোক-উভয় প্রকার দোষচর্চাই গীবত।

তবে কিছু লোক বলে, তারা মনে করে; যে দোষ অন্যের জানা নেই সে ধরনের দোষ বর্ণনা করা গীবত। অতএব কারো এমন দোষ বর্ণনা যা সকলে জানে। এদের যদি বলা হয় তুমি কেন গীবত করছ; তারা বলে, এটা তো গীবত নয়; কারণ যে দোষ আমরা বর্ণনা করছি তা তো গোপন নয়, বরং সে সম্পর্কে সকলেরই জানা। এমন তো নয় যে আমরা বর্ণনা করার পরই লোকেরা তা জানতে পেরেছে।

এটা হচ্ছে তাদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, দোষ প্রসিদ্ধ হোক কিংবা গোপন; তা বর্ণনা করার সাথেই তা গীবত হয়ে যায়। দোষ প্রসিদ্ধ না হলে বরং তার চর্চায় দ্বিবিধ পাপ হয়-একটি গীবতের, অন্যটি দোষ প্রচার ও প্রকাশ করে বেড়ানোর; আর যে দোষ সকলের জানা আছে; তার ক্ষেত্রে কেবল গীবতের পাপ হয়।

অধ্যায়:-২(গীবতে লিপ্ত হওয়ার কতিপয় কারণসমূহ)

মানুষ গীবত (অন্যের অনুপস্থিতিতে তার দোষ আলোচনা) করার পেছনে বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কারণ কাজ করে। বিষয়টা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিতে গুনাহ নয়, বরং মানুষের স্বভাব, মানসিকতা ও পরিবেশের সাথেও গভীরভাবে জড়িত। গীবত শুধু একটি খারাপ অভ্যাস নয়; এটি মানুষের ভেতরের নানা নেতিবাচক অনুভূতি ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। নিচে গীবতের প্রধান কারণ গুলো সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:-

(১) শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ:

দুনিয়াবী সামান্য কোন ব্যক্তিগত কারণ নিয়ে মানুষ শত্রুতে পরিণত হয়। অবশেষে এরই সূত্র ধরে গীবতে লিপ্ত হয়। তেমনিভাবে অন্যের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের ধ্বংস কামনা কল্পে মানুষ নিজে থেকেই গীবত চর্চা শুরু করে।

কোন মজলিসে যদি খ্যাতিমান কোন জনপ্রিয় ব্যক্তির সুনাম ও প্রশংসা করা হয় অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন নেয়ামতের উল্লেখ করা হয় আর তা কোন হিংসুক ব্যক্তি শোনে তখন সে হিংসার বশবর্তী হয়ে ঐ সম্মানিত ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার হীন উদ্দেশ্যে গীবতে লিপ্ত হয়। চিন্তা করে যে, অমুক ব্যক্তি এত ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেছে আর আমি তার তুলনায় কিছুই পাইনি। আল্লাহ্ তাকে যা দান করেছেন তাতে সে পরিতৃপ্ত নয় এবং অন্যকে যা দান করেছেন তাতেও সে আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সর্বদা মনের মধ্যে হিংসার আগুন জ্বালিয়েই রাখে। ফলে হিংসার বশবর্তী হয়ে ঐ নেয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তির নেয়ামতকে ক্ষুণ্ণ বা ধ্বংস করার জন্য কু-মতলব অন্তরে রেখে ছোট-খাট বিষয় নিয়ে অন্যের সামনে হিংসাত্মক কথা ও আচরণ পেশ করে থাকে যা স্পষ্ট গীবতের শামিল।

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ [النساء[٥٤ :

"মহান আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সেজন্য কি তারা তাদের হিংসা করে?"।'[সূরা নিসা:৫৪]

এই গীবতের ফলে ঐ ব্যক্তির কোনই ক্ষতি হয় না; বরং সে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে আরো মর্যাদায় উন্নীত করে এবং নিজের পুণ্যের (নেকির) ঝুলি থেকে গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিতে থাকে ও তার গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে চাঁপিয়ে নিতে থাকে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ

“যার ওপর তার ভাইয়ের কোনো জুলুম (অন্যায়) আছে—ইজ্জতের ব্যাপারে হোক বা অন্য কোনো বিষয়ে সে যেন আজই তা থেকে মুক্তি নেয়, সেই দিনের আগেই, যেদিন দীনার-দিরহাম কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)।” [বুখারী:২৪৪৯]

(২) ক্রোধ ও প্রতিশোধ :

যদি কোন মানুষ তার সাথে কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে তার অন্তরে ক্রোধের বীজ রোপিত হয়, ফলে দুনিয়াবী সামান্য কারণে রাগের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যেখানে-সেখানে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়, ক্রোধ সংবরণ করতে পারে না। অথচ ক্রোধ সংবরণ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৩) নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির আশায় তিরস্কার :

বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অপর মুসলিম ভাইকে হীন ও তুচ্ছ ভেবে তার দোষ-ত্রুটি ও অবস্থান নিয়ে প্রত্যেক মজলিসেই তিরস্কার ও উপহাস করে থাকে। যেমন এরূপ বলে যে, আরে অমুকতো গর্দভ, তার কোন বোধ-

শক্তি নেই। আসলে নিজের প্রশংসা করা এবং জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়ার জন্যই এরূপ বলে থাকে। আবার বলে যে, কারো সম্পর্কে সমালোচনা করা আমার অভ্যাস নেই অথবা আমি কারো গীবত করাও পছন্দ করি না। এতে তার অন্তরের অস্বচ্ছতাই প্রমাণিত হয়। অথচ তিরস্কার করে মানুষকে হীন ও ছোট করা ইসলামে হারাম। যদি সে সত্যই কম জ্ঞানের ও বুঝের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে তো স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হয়ে গেল আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তো মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলো। এ দু'টোই চরম অপরাধ। এ ধরনের জঘন্য অন্যায় ত্যাগ করা অবশ্য জরুরী।

(৪) মর্যাদায় সমপর্যায়ে পৌঁছলে অহংকার প্রকাশ পায়:

শ্রেণী, পেশা ও স্তরভেদে কোন ব্যক্তি যখন মান-সম্মান, শিক্ষা-দীক্ষা ও ধন-সম্পদে সম পর্যায়ে পৌঁছে যায় কিংবা অগ্রগামী হয়ে যায়, তখন নিজের শিক্ষা, জ্ঞান-গরীমা ও আত্মঅহংকার এবং গৌরব প্রকাশের জন্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষকে তুচ্ছ ভেবে নিজের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যের গীবতে লিপ্ত হয়। এরূপ অবস্থা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আলেম-ওলামার মাঝেও এই ব্যাধি দেখা যায়। অতএব এরূপ ব্যক্তি যেমন গীবতে লিপ্ত হলো তেমনিভাবে নিজেকে অহংকারী হিসাবেও প্রকাশ করল অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এ দু'টিই মারাত্মক অন্যায়। রাসূল -এর ভাষায় অহংকার হল اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاس "সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।"'

অতএব অন্যের শিক্ষা-দীক্ষা ও মান-সম্মান এর বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা হলো এবং অপরদিকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞানও করা হলো। এরূপ অহংকার ও গৌরব করা কোন মুমিনের জন্য শোভা পায় না। কেননা এটা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। ইবলীস শয়তান নিজেকে আদম (আ:) -এর চেয়েও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকার করার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাকে চির অভিশপ্ত করেন। আসল গৌরব ও অহংকারের মালিক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। অন্য এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, "অহংকার হচ্ছে আমার চাদর এবং মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো আমার পরিধান। অতএব যে ব্যাক্তি এ দুটির মধ্যে কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" [সহীহ মুসলিম:২৬২০]

(৫) লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা গল্প বর্ণনা:

সমাজে এমন বহু লোক দেখা যায়, যারা মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক এমন বানোয়াট উদ্ভট কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করতে থাকে যে, ঐ ব্যক্তির সাথে সে কাহিনীর কোনই সম্পর্ক নেই। সে কাহিনী সুনামের হোক কিংবা কলংকের হোক তাতে কিছু আসে যায় না। বরং লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বর্ণনা করা। এখানেই শেষ নয়; বরং কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক গল্প ও নাটকের নামে এর চাইতেও মারাত্মকভাবে রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। আসলে সে হাসি-তামাশা করতে গিয়ে স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হয়ে গেল। অতএব এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

(৬) অন্যের প্রতি কুধারণা:

মানুষ সাধারণত কোন ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করেই তার প্রতি প্রথমত কু-ধারণা করে অতঃপর ঐ ধারণার উপর ভর করেই সন্দেহমূলকভাবে তার নাম উল্লেখ করে অহেতুক কোন সমালোচনা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। আসলে হয়তো সে ব্যক্তি উক্ত দোষ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অথবা ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্যের উপর মিথ্যারোপ করে। ফলে একই সাথে দুই অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়, কু-ধারণা এবং মিথ্যারোপ। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এদু'টিই মহা অন্যায়। হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা ধারণা করে যা বলা হয় তাই অধিক বড় মিথ্যা।" [বুখারী:৫১৪৩,মুসলিম:২৫৬৩]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا "হে মুমিনগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা থেকে বিরত থাকো, নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা গোনাহ। আর তোমরা গোপন তথ্য তালাশ করে বেড়িও না...। (সূরা হুজুরাত:১২)

অথবা এরূপ বলা যে, অমুক ব্যক্তিও তো আমার সাথে উক্ত কাজে জড়িত ছিল। হতে পারে সে তার দাবীতে সত্যবাদী কিন্তু নাম উল্লেখ করার কারণে গীবতে পরিণত হয়ে গেল। আসলে তার উচিৎ ছিল নিজের ওযর পেশ করা, অন্যের নাম উল্লেখ না করা। অনুরূপভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ প্রকাশ করা। যেমন কোন ব্যক্তি যদি কোন গর্হিত কাজ করেই বসে তাহলে ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে ঐ অপরাধীর নামসহ অন্যায়টি বর্ণনা করা। আসলে অন্যায়কারীর নাম গোপন রেখে শুধু অন্যায়টি উল্লেখ করা উচিৎ তবে যদি নাম উল্লেখ করা নিতান্তই জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে তা ভিন্ন পর্যায়ে পড়বে।

(৭) অধিক অবসর ও বেকারত্ব:

অর্থ-সম্পদ, বেকারত্ব ও যৌবনকাল মানুষকে যেকোন ধরনের ধ্বংসের প্রতি পরিচালিত করে। মানুষের যখন কোন কাজ-কারবার ও কর্ম ব্যস্ততা না থাকে, তখনই সে বেকার হয়ে পড়ে। ফলে ঐ বেকার সময় অতিবাহিত করার জন্য চলে যায় লোকমাঝে, ক্লাবে, রাস্তার মোড়ে কিংবা চা স্টলে। সেখানে যেহেতু তার নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই সেহেতু বসে থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে মুখরোচক গল্প শুরু করে দেয় এবং মানুষের দোষ-গুণ খুব চমৎকারভাবে পেশ করতে থাকে। আর উপস্থিত জনগণও তার কথাকে হট কেকের মত গ্রাস করতে থাকে। অনুরূপভাবে মহিলারাও কোথাও সমবেত হলেই লাগামহীনভাবে বিভিন্নমুখী পরনিন্দায় লিপ্ত হয়ে

যায়, আর বলে, আমি শুধু তোমাকেই বলছি তুমি আর কাউকে বলো না। এভাবে সবাইকে বলে থাকে। এরূপ অবস্থায় বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই গীবতকারীর শামিল। এসব কারণেই ইসলাম ধর্মে মানুষকে কর্মব্যস্ত থেকে হালাল পন্থায় জীবন অতিবাহিত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; যেন জীবনের মূল্যবান সময়কে ভাল ও কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে পারে এবং গীবত চর্চা থেকেও নিজেকে হেফাযত করতে পারে।

(৮) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নৈকট্য লাভের আশা:

অফিস-আদালত, কল-কারখানা কিংবা অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা মালিক পক্ষের নিকট নিজের সুনাম অর্জনের জন্য অথবা প্রোমোশন বা পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির আশায় মাধ্যম হিসাবে অন্য কর্মচারী বা সহকর্মীর দোষ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা মালিক পক্ষের নিকট বর্ণনা করা এবং এর উপরই পদমর্যাদা বা ভাতা বৃদ্ধির ভরসা করা। এতে ঐ ব্যক্তি যেমন স্পষ্ট গীবতে লিপ্ত হলো ঠিক তেমনিভাবে গায়রুল্লাহর উপরও ভরসা করল। শরী'আতের দৃষ্টিতে দু'টিই মারাত্মক অপরাধ। অথচ মুমিনদের ভরসার স্থল হলো একমাত্র আল্লাহ্।

(৯) নিজের ত্রুটির প্রতি নজর না দেয়া:

সর্বদা নিজকে অনেক বড় ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত ভেবে অন্যের ত্রুটির সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া। নিজের ত্রুটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। যেমন কথিত আছে,

يَبْصُرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ ، وَيَنْسَى الْجَذْعَ فِي عَيْنِهِ.

"তোমাদের অনেকেই অন্যের চোখের সামান্য খড়-কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের উটও দেখতে পায় না।"

অর্থাৎ অন্যের সামান্য ত্রুটিকে অনেক বড় দেখে আর নিজের মারাত্মক ত্রুটিকেও খুবই সামান্য ত্রুটি বলে মনে করে। এমনকি অনেক সময় ত্রুটি হিসাবে গণ্যই করে না। ফলে সে অন্যের ত্রুটি নিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়।

(১০)সামাজিক প্রভাব ও সচেতনতার অভাব:-

মানুষ সামাজিক জীব, তাই সে তার আশেপাশের পরিবেশ দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। যদি কোনো বন্ধুমহল বা পরিবারে গীবত করার প্রবণতা থাকে, তাহলে সেই পরিবেশে থাকা ব্যক্তিও ধীরে ধীরে একই অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় সে বুঝেও কিছু বলতে পারে না, কারণ সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় না। ফলে সামাজিক চাপ তাকে গীবতের দিকে ঠেলে দেয়। এই কারণেই ভালো পরিবেশ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক মানুষ গীবতের প্রকৃত অর্থ, এর ভয়াবহতা এবং এর পরিণাম সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়। তারা মনে করে এটি শুধু সাধারণ কথাবার্তা বা "হালকা সমালোচনা"। কিন্তু বাস্তবে এটি একটি গুরুতর নৈতিক ও ধর্মীয় অপরাধ। সচেতনতার অভাবের কারণে মানুষ এর ক্ষতিকর দিকগুলো উপলব্ধি করতে পারে না এবং সহজেই এতে জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা ও সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকটাই কমানো সম্ভব।

অধ্যায়:-৩(গীবতের বিভিন্ন রূপ)

মুসলমানের গীবত

মুসলমানের গীবত করা অকাট্যভাবে হারাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
آخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো।
নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।
নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। (সূরা হুজরাত:১২)

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে; কারণ আরবি 'কুম' সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

অমুসলিম নাগরিকের গীবত

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মীর) গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব মুসলমানের মতই তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করাও হারাম।

যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত

ফিকহ-এর গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায়, অমুসলিম শত্রুর গীবত বৈধ। ইমাম রাযি রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসিরে কাবির গ্রন্থে উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যুদ্ধরত শত্রু কাফেরের গীবত বৈধ। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

মৃত ব্যাক্তির গীবত

জীবিতদের গীবত করা যেমন হারাম, তদ্রূপ মৃতদের গালি দেওয়া, তাদের মন্দ বলা, তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবই হারাম, তারা জীবদ্দশায় পাপকর্মে লিপ্ত থাকলেও। এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন:

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقَعُوا فِيهِ. ِ

"তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না" (আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ)।

لا تسبوا الأَمْوَاتِ فَإِنَّهُمْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدِمُوا

"তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।"[বুখারী:১৩৯৩]

হাদীসটি ইবনে হিব্বান (রহি:) রিওয়ায়াত করেছেন এবং আবদুল আজীম আল-মুনযিরী তাঁর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব-এ সংকলন করেছেন।

أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِم. ْ

"তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সদগুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দুর্নাম থেকে বিরত থাক" (আবু দাউদ:৪৯০০)।

হাদীসের বাণী ছাড়াও আমাদের বুদ্ধি-বিবেকও বলে যে, মৃতদের গীবত করা বৈধ নয়। এর চারটি কারণ রয়েছে। (এক) মৃত ব্যক্তি জীবিতদের গীবত করতে অক্ষম। অতএব জীবিতদেরও মৃতের গীবত করা ও তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। হযরত আবু দারদা (রা:) প্রায়ই কবরস্থানে যেতেন এবং কবরের পাশে বসতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এমন লোকের নিকটে বসি যারা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে এলে তারা আমার গীবত করে না। কিন্তু জীবিতদের অবস্থা এর বিপরীত।

(ইয়া উলুমিদ-দীন, কিতাবুল আমওয়াত)।

(দুই) মৃতদের দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হতে পারে। যেমন তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখেরাতের জীবনের কথা মনে পড়ে এবং পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া। অর্থাৎ মৃতরা যেমন নির্বাক হয়ে আছে, জীবিতদেরও তেমনি তাদের দোষ চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাক হতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত আলী (রা:)-র নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি প্রায়ই কবরস্থানে যান কেন? তিনি বলেন, কবরবাসীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবে আমাদের উপকার করে। তারা আমাদের দুর্নাম করে না। তাই আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি এবং প্রায়ই কবরস্থানে যাই (ইহয়া উলুমিদ-দীন)।

(তিন) মৃতদের দোষচর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীরা অসন্তুষ্ট হয়। আমার পিতা একদিন আমাকে বলেন, এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" পাঠ করতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা

আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। এই ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষচর্চা করাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তিনি বলেন: হে ব্যক্তি! এই সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্ত নেই? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْثَمُوا وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيْهِ.

"তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা দোযখী হলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্য যথেষ্ট" (ইয়া উলূমিদ-দীন)।

এজন্য হাজ্জাজ ও ইয়াযীদের কুৎসা বর্ণনা করা অনুচিৎ। অবশ্য আল্লামা তাফতাযানী (রহি:) ইয়াযীদ ও তার সহযোগীদের বেপরোয়াভাবে অভিসম্পাত করতেন। 'মাতালিবুল মুমিনীন" গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (রহি:) সম্পর্কেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে। তবে নীরবতা অবলম্বনই উত্তম।

দৈহিক কাঠামোর গীবত

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্থুলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার নাক কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ

حَرَمَ اللّٰهُ أَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَمَ الْمَيْتَةَ.

"আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন" (ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছুর)।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহি:) এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গীবত করে ফেলেছি, তাই আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (মোল্লা আলী কারীর শারহু আইনিল ইলম)।

একদা হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে (আবু দাউদ, বাবুল গীবাত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা:) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يُكُنَّ خَيْرًا مِنْهُن. ◌ّ◌

"হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ লোকেরা অপর পুরুষ লোকদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো। আর না মহিলারা অপর মহিলাদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো" (সূরা হুজুরাতঃ ১১)।

মুআবিয়া ইবনে কারইয়া বলেন, যদি তোমার সামনে দিয়ে কোন হাতকাটা লোক অতিক্রম করে এবং তুমি বলো, তার হাত কাটা, তবে এটাও গীবত হয়ে যাবে (সুয়ূতীর দুররুল মানছুর, আব্দ ইবনে হুমাইদের বর্ণনা)।

একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহি:) এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। খাবার গ্রহণের জন্য বসে গেলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললো, সে এখনও এসে পৌঁছেনি। এক ব্যক্তি বললো, সে স্থুলদেহী, তাই আসতে বিলম্ব করছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহি:) এই গীবত শুনে উঠে চলে গেলেন এবং নিজ দেহকে লক্ষ্য করে বলেন, তোর কারণেই আমাকে গীবত শুনতে হলো। কারণ তোর ক্ষুতপিপাসা না থাকলে আমার দাওয়াত খেতে যাওয়ার ও গীবত শোনার দুর্ভাগ্য হতো না। অতঃপর তিনি একাধারে তিন দিন পানাহার করেননি। তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে গীবত অধ্যায়ে ফকীহ আবুল লাইছ উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন।ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহি:) আহারের মজলিস থেকে এজন্য চলে গেলেন যে, যে মজলিসে গীবতচর্চা হয় সেখানে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন কোন মজলিসে নাচগান হলে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। তাতারখানিয়া গ্রন্থে এই মাসআলা বর্ণিত হয়েছে এবং রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের পানাহার শীর্ষক অধ্যায়ে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, দৈহিক ত্রুটিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দৈহিক ত্রুটি রয়েছে।

পোশাকের গীবত

যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে। অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরে, সে বদমায়েশদের মত পোশাক পরে, তার জামা পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত লম্বা, অমুক নারী এমনভাবে ওড়না পরিধান করে যে, তার আভরণীয় অংশ খোলা থাকে, অমুক নারী আভরণীয় অঙ্গ বের করে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে ইত্যাদি।

একদা আয়েশা (রা) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আঁচল খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে (মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে" (ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)।

বংশের গীবত

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ.

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

অতএব নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, পরিণাম ফলের কথা চিন্তা করে না, একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বকর ও উমার (রা)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর ও উমার (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বলেন: তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ্ ক্ষমাই তোমাদের

জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে (দিয়া আল-মুকাদ্দাসীর বরাতে আদ-দুররুল মানছুরে)।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে খুব দুর্বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি তার গীবত করেছো এবং তার গোশত খেয়েছ।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেনঃ বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)।

এক সফরে আবু বকর ও উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত খেতে চাইলে তিনি বলে পাঠান: তোমরা কি তোমাদের মুসলিম ভাইদের গোশত তৃপ্তি সকারে আহার করোনি? তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমাদের ভাগ্যে গোশত জুটেনি। তিনি বলেন: তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ, আর কারো গীবত করা তার দেহের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা তো শুধু এতটুকু বলেছি যে, লোকটি দুর্বল, আমাদের খেদমত করতে পারে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এটাও বলো না, কারো ক্ষুদ্র ত্রুটিও বর্ণনা করো না (তিরমিযীর নাওয়াদিরুল উসূল এবং সুয়ূতীর আদ-দুররুল মানছুর)।

একদা সালমান ফারসী (রা) আহার করে শুয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর খাওয়া ও শোয়ার সমালোচনা করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا "তোমরা পরস্পরের গীবত করো না।"

অত্র আয়াতে গীবত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (ইবনে জুরাইহ-এর সূত্রে দুররুল মানছুরে)।

ইবাদতের গীবত

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না অথবা নফল নামায পড়ে না অথবা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (রহি:) তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বলেন, কতই না ভালো হত যদি

তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে। তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করলো এবং বললো, আমি আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বললো, আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, না সে ফরয দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা

যথারীতি পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য সমীচীন নয় (ইয়া উলূমিদ-দীন)।

গুনাহের গীবত

যেমন বলা: অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে অথবা তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তার মিথ্যা বলার বহুল বদঅভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত, সে চোর ইত্যাদি।

শেখ সাদী (রহি') একবার তাঁর শিক্ষককে বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, হে সাদী! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম, আর গীবত কি হালাল? তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই রয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা কথা বলে। কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে অপরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কাজে লিপ্ত আছে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে।

মোটকথা কোন ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব যে কোন লোকের মধ্যকার যে কোন ধরনের ত্রুটির চর্চা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ ত্রুটি চর্চাকারীও তো ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহর নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল ভাঙ্গবে তখন তওবা করার জন্য

প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে এলে নিজের দোষগুলো স্মরণ করা উচিত। তাহলে এই পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। হযরত উমার ফারুক (রা:) বলেন:

كفَى مِنَ الْغَيِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلاثٌ يُعِيبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِي بِهِ وَيُبْصِرُ مِنْ عُيُوبِ النَّاسِ بِمَا لَا يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُؤْذِي جَلِيسَهُ فِي مَا

لا يعنيه.

"মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট। (১) নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে। (২) অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ। (৩) নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয়, হয়রানী করে" (আবুল লাইস আস-সামারকান্দী বাবুল গীবত-এ উদ্ধৃত করেছেন)।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন: "আল্লাহর স্মরণশূন্য কথা বেশি বলো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না যেমনি মনিব তার গোলামদের তদারক করে। বরং তোমরা নিজ নিজ দোষত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করো এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহর গোলাম। মানুষ দুই ধরনের। কিছু লোক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করে। তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্রতি দয়াপরবশ হও এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করো এবং নিজের গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং গুনাহগারকে অপমান করো না" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

কোন ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্ত করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা আল্লাহ তাআলার মর্জি বিরুদ্ধ কাজ। বরং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো এবং অপরজন পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতো। একদিন সে চটে গিয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! তুমি জাহান্নামে যাবে। কথাটি আল্লাহ পাকের অপছন্দ হলো এবং ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী এবং পাপীকে জান্নাতী বানিয়ে দিলেন (আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ)।

হযরত আদম (আ) জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ভুল করলে তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দেন, তুমি বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করো, অতঃপর তা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করো, তাহলে তোমার গুনাহ মাফ করে দিব এবং তোমার তওবা কবুল করবো। আদম (আ) কাবার নির্মাণ কাজ শেষ করলে জিবরীল (আ) বেহেশত থেকে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) নিয়ে আসেন। তখন এর রং ছিল অত্যন্ত সাদা এবং তা থেকে আলোকচ্ছটা ঠিকরে পড়তো। পাথরটি দেখে আদম (আ)-এর বেহেশতের সুখশান্তির কথা স্মরণ হলো, মনটা অস্থির হয়ে পড়লো এবং চোখে অশ্রু নদী প্রবাহিত হলো। সাদা পাথর বললো, হে আদম! তুমি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে ক্ষতিগ্রস্ত হলে। পাথরের কথায় তাঁর মনে কষ্ট হলো এবং তিনি অস্থির হয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আমার অপরাধের জন্য প্রতিটি জিনিস, এমনকি বেহেশতী পাথর পর্যন্ত আমার নিন্দা করছে। এ কথায় আদম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হলেন এবং তাঁর দেহের কৃষ্ণবর্ণ উক্ত পাথরের মধ্যে অপসারণ করলেন, ফলে তা কালো হয়ে গেল এবং পাথরের শুভ্রবর্ণ আদম (আ)-কে দান করলেন, ফলে তাঁর দেহ আলোক-উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো (সাফুরীর নুযহাতুল মাজালিস মুনতাখাবুন নাফাইস, বাব আয়্যামিল-বীদ)।

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত

সুস্পষ্ট বাক্যে সরাসরি গীবত হতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সরাসরি: যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষক্রুটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমে যেমন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষক্রুটির প্রতি ইংগিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশে কারো চালচলন, কথন, পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না" (তিরমিযী)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী ((সা:) বলেন,

مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ وَلِى كَذَا وَكَذَا :

"কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়" (ইহয়া উলূমিদ দীন, বাবুল গীবাত)।

ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত

সরাসরি নামোল্লেখ না করে এমন কিছু ইংগিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। যেমন কেউ বললো: আজ আমাদের নিকট এক লোক এসেছিল যে এরূপ। এতে লোকেরা বুঝে নিতে পারে যে, আজ তার নিকট অমুক ব্যক্তি এসেছিল। এটা তার গীবত করা হলো। অথবা কেউ বললো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলে এবং নিজের মাতাপিতার কথা শুনে না। এতে শ্রবণকারী বুঝতে পারলো যে, সে অমুক ব্যক্তির গীবত করছে।

মুখের গীবত

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় লোককে বললেন: তোমরা খিলাল করে নিজেদের দাঁতের ফাঁক থেকে গোশত নির্গত করে ফেলে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা তো গোশত খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের লাল টুকরা দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবিকপক্ষে তারা এক ব্যক্তির গীবত চর্চা করেছিল (তাফসীরে দুররুল মানছুর)।

এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে চলে যাওয়ার পর অপর ব্যক্তি তার গীবত করে এবং তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে লোক! তুমি দাঁত খিলাল করো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি গোশত খাইনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি এইমাত্র এক মুসলিম ব্যক্তির গোশত খেলে (তাবারানী; মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

কানের গীবত

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ শ্রবণ করা ও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَا فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِراً وَلِلْقَومِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُم.

"কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তার এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো" (ইবনে আবিদ দুনয়া থেকে দুররুল মানছুর-এ)।

অন্তরের গীবত

কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত মনে মনে কুধারণা পোষণ করা এবং কোন খোদাভীরু সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য-প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই মনের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত

নিজের হাত, পা, চোখ ইত্যাদির ইশারায় অন্য লোকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃত গীবত। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। খর্বাকৃতির এক মহিলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলো। তার চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা:) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে হাতের দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে (বায়হাকীর বরাতে তাফসীরে দুররুল মানছুরে)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشِيرَ إِلى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيه. ِ

"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইংগিত করা বৈধ নয় যাতে সে মর্মাহত হয়" (ইমাম গাযালীর হুকুকুল মুসলিম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ أَمَزَة. ٍ

"প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযার প্রতি অভিশাপ" (সূরা হুমাযাঃ ১)।

'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কুরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম বায়হাকী (রহি:) ইবনে জুরাইজ (রহি:)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'লুমাযাহ'। ইমাম সুয়ূতী (রহি:) দূররে মানছুর-এ উপরোক্ত রিওয়ায়াত নকল করেছেন। ইমাম বাগাবী (রহি:) সুফিয়ান সাওরী (রহি:)-এর নিম্নোক্ত অর্থ নকল করেছেন: যে ব্যক্তি মুখের কথার দ্বারা মানুষকে তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'লুমাযাহ'। সুলায়মান জামাল তাফসীরে জালালাইন-এর টীকায় ইবনে কায়সানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন: যে ব্যক্তি তার সহযোগীদেরকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয় সে হচ্ছে হুমাযাহ এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় কটাক্ষ করে সে হচ্ছে লুমাযাহ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়ে একটি আজব ঘটনা দেখতে পেলেন যে, কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন: আমি জিবরাঈল (আ:)-এর নিকট তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

هؤلاء الْهَمَّازُونَ وَالسَّمَّازُون : َ

"এরা সেইসব লোক যারা চোখ ও হাতের ইশারায় মানুষের বদনামী করতো এবং এভাবে তাদের কষ্ট দিতো"।

উপরোক্ত হাদীস আল্লামা মুনযিরী (রহি:) তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে নকল করেছেন।

লেখনীর মাধ্যমে গীবত

যেমন কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি অপরের গীতবকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করো না, তবে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে

গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ যারা গীবত পরিহার করতে বলেন, উল্টো তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

অধ্যায়:-৪ (গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ)

(১) অত্যাচারীর যুলুম প্রকাশ:

কোন মযলুম-নির্যাতিত ব্যক্তি যদি বিচার পাওয়ার আশায় সেই যালেমের অত্যাচারের কথা কোন বিচারক কিংবা ঐ পর্যায়ের লোকের সামনে আলোচনা করে, তবে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে না। কোনরূপ অতিরঞ্জিত ও মিথ্যারোপ না করে গীবতের উদ্দেশ্য ব্যতীত ঐ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে, এমনকি তার উপর বদ দু'আও করতে পারবে। তবে তাকে মাফ করে দেয়া অধিক উত্তম। মহান আল্লাহ্ বলেন,

لا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ القول إلا مَنْ ظُلِم [النساء[١٤٨ :

"মন্দ কথার প্রকাশ ও প্রচার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যার প্রতি যুলুম করা হয়েছে সে ব্যতীত।" (সূরা নিসা:১৪৮)

হাদীসে এসেছে,

عن أبي هريرة قال : قال رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارًا يُؤْذِيْنِي، فَقَالَ : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ، فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ، فَاجْتَمَعُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : لِي جَارٌ يُؤْذِينِي، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إلى الطريق فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، اَللَّهُمَّ اخْزِهِ . فَبَلَغَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : ارْجِعْ

إِلَى مَنْزِلِكَ، فَوَاللَّهِ لَا أُوْذِيْك[তিরমিযি:২৫০৪] .

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল -কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। রাসূল বলেন, "তুমি ফিরে গিয়ে তোমার বাড়ির সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ"। ফলে সে বাড়ি ফিরে গিয়ে সব সামগ্রী বের করে রাস্তায় রাখে। অতঃপর সব মানুষ জমা হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি হয়েছে তোমার? তিনি বলেন, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয় একথা আমি রাসূল-কে অবহিত করলে তিনি আমাকে বলেন, "ফিরে গিয়ে তোমার সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ"। একথা শুনে সবাই বলতে শুরু করে যে, আল্লাহ্ তুমি তার উপর (ঐ পড়শীর) লা'নত কর, তাকে অপমানিত ও বেইজ্জত কর। অতঃপর এ. সংবাদ ঐ পড়শীর নিকট পৌছলে সে তার নিকট এসে বলে, ভাই! তুমি তোমার বাড়িতে ফিরে যাও, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আর কখনো এরূপ কষ্ট দেব না।"'

(২) ফতওয়া জানতে চাওয়া:

কোন বিষয়ে ফতওয়া জানতে গিয়ে যদি কারো দোষ-ত্রুটি ও অবস্থান বর্ণনা করতে হয়, তবে তা গীবতের শামিল হবে না। কেননা সে বিষয়টি স্পষ্ট করে না বললে ফতওয়া দানকারী সঠিক ফতওয়া দিতে পারবেন না। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوف.

"হিন্দা বিনতে উতবা একদা রাসূল-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ মানুষ, সে আমার ও আমার সন্তানাদির পূর্ণ খরচ দেয় না ফলে আমি তার অজান্তে তার মাল নিয়ে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। রাসূল

বললেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের উত্তমভাবে চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিবে।"'
(সহীহ বুখারী)

(৩) কোন 'ব্যক্তির পরিচয় বোঝাতে:

কোন ব্যক্তির পরিচয় দেয়ার সময় যদি শুধু নাম বলে পরিচয় দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার শারীরিক কিংবা চারিত্রিক কোন দোষ-ত্রুটি অথবা অবস্থা বর্ণনা করা বৈধ। যেমন- ল্যাংড়া-খোঁড়া, কানা-ট্যারা ইত্যাদি। তবে কিছু শর্তের ভিত্তিতে। যেমন- (১) শুধুমাত্র পরিচয় দেয়ার উদ্দেশ্যে হতে হবে, গীবতের উদ্দেশ্যে নয়। (২) যে বিষয়টি উল্লেখ করা হবে, তা সে যেন অপছন্দ না করে। (৩) তার পরিচয় দেয়ার জন্য এছাড়া বিকল্প কোন পথ পাওয়া না গেলে। কানা, ল্যাংড়া-খোঁড়া কিংবা ট্যারা ইত্যাদি ব্যবহার না করেই যদি পরিচয় দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা উচ্চারণ করা বৈধ নয়। তুচ্ছ ও হীন করার উদ্দেশ্যে অনুরূপ বর্ণনা দেয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمان [الحجرات. [١١ :

"তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামেও ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ।" (সূরা হুজরাত:১১)

(৪) মুসলিম সমাজকে সতর্ক করতে:

মুসলিম সমাজকে যাবতীয় ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান করার উদ্দেশ্যে অন্যের কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবতের মত দোষের শামিল হবে না। আর এরূপ হুঁশিয়ারী বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন- (ক) ইসলামী শরী'আতের অন্যতম মূল উৎস হাদীসে রাসূলকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে

স্বার্থান্বেষী মিথ্যুক বর্ণনাকারীদের ব্যপারে সতর্ক করা জায়েয; বরং অবস্থা ভেদে ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে যোগ্য হাদীস বিশারদ মুত্তাকী পরহেজগার আলেমগণের অধিকার রয়েছে, সাধারণ মানুষের নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও গীবত বলে মনে হয় কিন্তু ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও শরী'আতকে স্বচ্ছ এবং নিষ্কলুষ রাখার উদ্দেশ্যে গীবত হারাম হবে না; বরং সৎ আমল হিসাবেই গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ্। যেমন ইমাম মুসলিম বলেন,

إِنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّيْنِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُوْنُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغَيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنْ الذَّبِّ عَنْ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ. كما قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ الْإِسْنَادُ مِنْ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. وَقَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُم.

"নিশ্চয়ই হাদীস বর্ণনাকারীর পরম্পরা (ইসনাদ) দ্বীনের অংশ। আর হাদীস বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং বর্ণনাকারীর মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করা জায়েয বরং ওয়াজিব। নিশ্চয়ই এটা হারামকৃত গীবতের শামিল নয়; বরং এটা ইসলামী শরী'আতকে পূত-পবিত্র ও স্বচ্ছ রাখার অন্যতম উপায়। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক বলেন, "ইসনাদ হচ্ছে দ্বীনের অংশ। অতএব এই ইসনাদ না থাকলে মানুষ যার যা ইচ্ছা তাই বলত"। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন, "এই সনদ বিদ্যা হচ্ছে দ্বীন, অতএব তোমরা ভেবে চিন্তে দেখ যে, তোমরা তোমাদের দ্বীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করবে।"' (সহীহ মুসলিম মুকাদ্দিমা)

অনুরূপভাবে কাউকে উত্তম নসীহত করা অথবা কেউ কারো সাথে বিবাহের বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়া এবং ফাসেক ও বিদ'আতী হতে সতর্ক করা। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ও আবু জাহাম ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বিবাহের জন্য পায়গাম দেন, তখন তিনি তার বিবাহের ব্যাপারে রাসূল -এর নিকট জানতে চাইলে রাসূল তাকে উত্তম পরামর্শ দেন।

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ. ُ

"রাসূল বলেন, আবু জাহাম কখনই নিজ কাঁধ থেকে লাঠি ফেলে না অর্থাৎ স্ত্রীকে মারধর করে আর মু'আবিয়া হচ্ছে নিঃস্ব ভবঘুরে তার কোন ধন-সম্পদ নেই। বরং তুমি উসামা বিন যায়েদকে বিবাহ করো। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন, আমি তাকে অপছন্দ করলাম কিন্তু রাসূল আবারও বললেন, তুমি উসামাকে বিবাহ করো। ফলে আমি তাকেই বিবাহ করলাম। বিবাহের পরে দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মধ্যে বহু কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। ফলে আমি ঈর্ষাযোগ্য বহু কল্যাণ লাভকরে অনেক আনন্দিত হয়েছি।"'

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল বলেছেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْه.ُ

"এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের ছয়টি হক বা অধিকার রয়েছে।

বলা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলি কি কি? তিনি বললেন, যখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম বলবে, যখন তোমাকে দাওয়াত করবে, তখন তুমি তার ডাকে সাড়া দেবে, যখন তোমার নিকট কোন নসীহত বা উপদেশ চাইবে তখন তাকে সদুপদেশ দেবে, যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বলবে, তখন তুমি ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলবে, পীড়িত হলে তাকে দেখতে যাবে এবং মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে।"' [সহীহ মুসলিম:২১৬২]

(৫) ফাসাদ সৃষ্টিকারী ফাসেক ব্যক্তির সমালোচনা

সমাজে যাদের ফাসেকী ও বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে তাদের ঐসব প্রকাশিত বিষয় আলোচনা করা হারাম গীবতের শামিল হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে,

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ائْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فحشه.

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, উইয়াইনাহ্ বিন হিস্স নামক জনৈক ব্যক্তি রাসূল(সা:)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার অনুমতি চাইলে রাসূল বলেন, "তাকে অনুমতি দাও, সেতো আসলে স্বগোত্রীয় নিকৃষ্ট ভাই অথবা ছেলে। অতঃপর সে যখন প্রবেশ করল তখন রাসূল তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার সম্পর্কে এমন মন্তব্য করলেন আবার তার সাথে বিনয়-নম্রতার সাথে আলাপও করলেন, তিনি বললেন, হে আয়েশা! নিশ্চয় নিকৃষ্ট মানুষ সে-ই যাকে মানুষ বর্জন করে চলে অথবা তার ফাহেশী অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য দূরে থাকে।"
[বুখারী:৬০৫৪ ও মুসলিম:২৫৯১]

(৬) গর্হিত কাজ দূর করতে সহযোগিতা চাওয়া:

কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইসলামে নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার ঐ গর্হিত বিষয়টি দূর করার জন্য কোন বিচারক কিংবা যে তা দূর করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হলে তার নিকট ঐ দোষের কথা উল্লেখ করা বৈধ। তবে কোন ভাবেই গীবতের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হিন্দার ঘটনা সম্বলিত হাদীস।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوف.

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, হিন্দা বিনতে উতবা একদা রাসূল-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ মানুষ, সে আমার ও আমার সন্তানাদির পূর্ণ খরচ দেয় না। ফলে আমি তার অজান্তে তার মাল নিয়ে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। রাসূল বলেন, তোমার ও তোমার সন্তানদের উত্তমভাবে চলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিবে।"
[সহীহ বুখারী:৫৩৬৪]

অধ্যায়:-৫(গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম)

গীবতের মত জঘন্য ও ঘৃণ্যতম অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালবাসা নষ্ট এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়, সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব হারিয়ে যায়, মিথ্যা ও কপটতা বৃদ্ধি পায়, মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরে, সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়। ফলে সমাজে দুরাচার ও অনাচার বিস্তৃত হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা লোপ পায়। শুধু এখানেই সীমিত নয়; বরং এই চরিত্রের অধিকারীগণ নিঃসন্দেহে পরকালে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীনও হবেন।

গীবত ও নামীমার ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ [الهمزة.[1 :

"যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের অধিক নিন্দা করে একের কথা অন্যের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় তাদের প্রত্যেকের জন্যই দুর্ভোগ ও কঠিন শাস্তি "।(সূরা হুমাজাহ:০১)

আর এই পরনিন্দা যেমন কথা ও কলমের মাধ্যমে হয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে কর্ম ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারাও হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

لا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مهين هَمَّاز مشاءٍ بِنَمِيمٍ [القلم. [١٠ - ١١ :

"যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।" (সূরা কলাম: ১০-১১)

(১) কবরে শাস্তি ভোগ:

ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عن جابر بن عبد الله قال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذِّبُ صَاحِبَاهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، وَبَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَنَّى مِنَ

الْبَوْلِ.

জাবের ইবনু আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল-এর সাথে ছিলাম, অতঃপর এমন দুই কবরের নিকট আসলেন যে দুই কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছিল, অতঃপর তিনি বললেন, এই দুই কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে তাদের ধারণা অনুযায়া কবীরাহ্ গোনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু তা মূলতঃ কবীরাহ্ গোনাহ্ ছিল। তাদের মধ্যে একজন মানুষের গীবত করে বেড়াত আর অপর জন পেশাব নিজের গায়ে ছিটে পড়াকে অপছন্দ করত না বা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। "(সহীহ বুখারী)

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ 'আল-বুখারীতে' "গীবত" অনুচ্ছেদে এবং 'আল-আদাব' অধ্যায়ে এই আয়াতের

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ [الحجرات[١٢ :

"তোমরা একে অপরের পিছনে গীবত ও পরনিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে?" (সূরা হুমাজাহ:১২)
বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে করবে।"' ব্যাখ্যায় গীবত ও নামীমাকে এক পর্যায়ভুক্ত করে গীবতকেও কবরে আযাব ভোগের কারণ হিসাবে হাদীস উল্লেখ করেন।

** অন্য হাদীসে গীবতকে কবর আযাবের কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةِ نَخْلٍ قَالَ فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ فَجِئْنَا بِعَسِيبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَجَعَلَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا كَانَ فِيهِمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِي الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ.ِ

আবু বকর(রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল(সা:) -এর সাথে চলছিলাম। অতঃপর তিনি দুই কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং বলেন, কে এমন আছো যে, আমাকে খেজুরের একটি তাজা ডাল এনে দিবে? ফলে আমি ও অপর এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে একটি খেজুরের ডাল এনে দিলাম। তিনি ঐ ডালটি মাঝ বরাবর ফেঁড়ে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং ঐ দুই কবরের উপর দুই অংশ রেখে দিলেন এবং বললেন, "এই ডাল দু'টি যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই কবরবাসীর আযাব হালকা করা হবে। অতঃপর বললেন, গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণে এবং পেশাবে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে তাদের কবরে আযাব হচ্ছে।" (বুখারী:২১৮)

নামীমাহ্ প্রসঙ্গেও বহুল প্রসিদ্ধ হাদীস,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ِ

একদা নবী করীম দুই কবরের পাশে দিয়ে অতিক্রমকালে বলেন, "এই দুই কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে তবে তাদের ধারণা অনুযায়ী কবীরা গোনাহের কারণে নয়। আযাবের কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাদের মধ্যে একজন পেশাবের সময় সতর্কতা অবলম্বন করত না। অর্থাৎ পেশাব করার সময় নিজ শরীরে ছিটে আসত কিন্তু এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করত না। আর দ্বিতীয়জন একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়াত অর্থাৎ চুগলখোরী করত।"(সহীহ মুসলিম:২৯২)

(২) পরকালে শাস্তি ভোগ:

রাসূল যখন মে'রাজে গমন করেন তখন জিবরীল ফেরেস্তা তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদের অবস্থা দেখিয়ে নিয়ে আসেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاء يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِم.

আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন, "যখন আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে (মেরাজে) নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি এমন এক দল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যে, তারা তাদের হাতে পিতলের নখ দিয়ে নিজ চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছে বা খামচাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জবাবে তিনি বললেন, এরা (মানুষের গীবত করে) মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করত এবং মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত নষ্টের কাজে লিপ্ত হত।"" (সুনানে আবু দাউদ:৪৮৭৮)

(৩) জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত:

হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়াত এ খবর বিশিষ্ট সাহাবী হুযায়ফা-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّام
"আমি রাসূল-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "চুগলখোর (অর্থাৎ একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ানো ব্যক্তি) জান্নাতে প্রবেশ করবে না"।(সহীহ বুখারী:৬০৫৬)

অর্থাৎ আড়ালে নিন্দা ও লাগানি-ভাঙ্গানি ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।

(৪) দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ত্রুটি প্রকাশ:

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় গীবতের মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের ত্রুটি প্রকাশ করে আল্লাহ্ তা'আলাও দুনিয়া ও আখেরাতে তার ত্রুটি প্রকাশ করে থাকেন।

আসলে যেমন কর্ম তেমন ফল। সে যেমন অন্যের ত্রুটি বর্ণনা করে কষ্ট দিয়েছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তারও ত্রুটি প্রকাশ করে তাকে কষ্ট দিবেন। আর মহান আল্লাহ্ কারো প্রতি কোন প্রকার যুলুম করেন না।

এরূপ যুলুম করা হারাম। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

. "আমি আমার নফসের উপর যুলকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও যুলকে হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পর যুলুম করো না।"(সহীহ মুসলিম:২৫৭৭)

কোন মুসলিমের গীবত করলে কিংবা দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত করেন। রাসূল(সা:) বলেন,

وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

"তোমরা মুসলিমদের অযথা দোষ-ক্রটি তালাশ করে বেড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি তালাশ করে মহান আল্লাহ্‌ও তার দোষ তালাশ করেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যার ক্রটি তালাশ করেন তাকে তার নিজ ঘরেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।"(সুনানে আবু দাউদ :৪৮৮০)

অপর হাদীসে এসেছে, দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষ-ক্রটি গোপন রাখলে আল্লাহ্‌ তা'আলাও দুনিয়া ও পরকালে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখেন। রাসূল বলেন,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের দোষণীয় বিষয় গোপন রাখে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার ক্রটি গোপন করেন"।' (সহীহ মুসলিম:২৬৯৯)

এর বিপরীত অর্থ হল, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলিমের ক্রটি গোপন করে না আল্লাহ্‌ তা'আলাও দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোন ক্রটি গোপন করেন না। অর্থাৎ উভয় জগতে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এরূপ অবস্থা থেকে হেফাযত করুন।

(৫) অন্যের পাপের বোঝা নিজ ঘাড়ে চাপে:

পরনিন্দা ও গীবত করা নিঃসন্দেহে যুলুম ও অত্যাচারের শামিল। যার নিন্দা ও গীবত করা হয় সে-ই মূলতঃ অত্যাচারিত হয়। এরূপ যুলুম করা হারাম। এ ধরনের অত্যাচারীকে আল্লাহ্‌ মাফ করেন না, যতক্ষণ ঐ অত্যাচারিত বান্দা ক্ষমা না করে। আর দুনিয়ায় নিষ্পত্তি করতে না পারলে পরকালে নিজের নেকি তাকে দিয়ে ও তার গোনাহের বোঝা নিয়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। রাসূল বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"কেউ যদি কোন ভাইয়ের মান-সম্মান অথবা অন্য কিছু নষ্টের মাধ্যমে যুলুম করে থাকে, তাহলে সে যেন তা ঐদিন আসার পূর্বেই নিষ্পত্তি করে নেয়, যেইদিন তার কোন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তা দুনিয়ায় নিষ্পত্তি না করে তাহলে কিয়ামত দিবসে ঐ অত্যাচারের পরিমাণ অনুযায়ী তার সৎ আমল নিয়ে মাযলুমকে দেয়া হবে। আর যদি কোন সৎ আমল না থাকে, তাহলে ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ্ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে।"' (সহীহ বুখারী:২৪৪৯)

(৬) সমাজে ভাঙ্গন ও হিংসা-বিদ্বেষ বিস্তার:

গীবত ও নামীমাহর মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে দুনিয়াতে শান্তিপূর্ণ মুসলিম সমাজের ঐক্যে ফাটল ধরে, পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ-দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়, শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হয়, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা হারায় এবং নিজেদের অন্তরে শত্রুতা ও হিংসার বিষাক্ত বীজ রোপিত হয়। এসবই শান্তিপূর্ণ ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات. [١٠ :

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর তাহলে সম্ভবত তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।"
(সুরা হুজরাত:১০)

রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন,

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

"একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনে, সম্প্রীতি, ভালবাসা, মায়া-মমতায় এবং একের সাহায্যে অন্যের ছুটে আসা ইমানদারগণকে তুমি একটি দেহের সমতুল্য দেখবে। দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে যেমন গোটা দেহটাই অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়। (ঈমানদার সমাজের অবস্থাও তদ্রূপ)।[সহীহ বুখারী:৬০১১]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُه.ُ

"তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও অকল্যাণ কামনা করো না, পরস্পর ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করো না এবং দোষ-ত্রুটিও তালাশ করে বেড়িও না। আর অন্যের বেচা-কেনার মধ্যে শরীক হয়ো না (কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম বৃদ্ধি করো না অর্থাৎ দালালী করো না); বরং আল্লাহর বান্দা হিসাবে সবাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। অতএব ঐ ভাইয়ের প্রতি কোন ধরনের যুলুম-অত্যাচার করবে না, সাহায্য-সহযোগিতাও বর্জন করবে না এবং তুচ্ছও মনে করবে না। অতঃপর স্বীয় বুকের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন, তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট হবে যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, সম্পদ, মান-সম্মান এবং ইজ্জত হরণ করা হারাম।"[সহীহ মুসলিম:২৫৬৪]

অতএব সমাজে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হলে এ ধরনের কু-অভ্যাস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

(৭) সৎসাহস হারায় ও আমর বিল মা'রুফের দরজা বন্ধ হয়:

গীবতকারী সব সময় ভীত ও কলুষিত নিয়তের অধিকারী হয়ে থাকে। সে কখনই স্বচ্ছ নিয়তে সৎ সাহসী হয়ে সুন্দর ভাষা ও উত্তম আদর্শ নিয়ে কোন মানুষের ত্রুটির কথা সরাসরি সামনে বলার সৎ সাহস রাখে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أخرجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ باللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ

وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ [آل عمران[١١٠ :

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আর্বিভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।"'(সুরা আলে ইমরান :১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

ولتكن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران.[١٠٤ :

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই তো সফলকাম।"(সুরা আলে ইমরান :১০৪)

যদি সাহসী হয়ে দোষী ব্যক্তির সামনে এসে সৎ উদ্দেশ্যে ও তাকে সংশোধনের আশায় দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হত, তাহলে হয়তো সে নিজের গোনাহ্ ও ত্রুটির কথা অনুভব করতে পারত এবং সংশোধন হওয়ারও আশা করা যেত। সেই সাথে ঐ সাহসী ব্যক্তির 'আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরু দায়িত্ব পালিত হত। ফলে সে আল্লাহর নিকট প্রশংসিত হত এবং উত্তম প্রতিদানও লাভ করত। তা না করে ঐ কথাগুলি তার

আড়ালে আলোচনা করলে আল্লাহর নিকট গোনাহগার হবে এবং এ অপরাধটি নিজের ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার শামিল হবে। আবার কোনভাবে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট খবর পৌঁছে যায় যে, অমুক ব্যক্তি এরূপ সমালোচনা করেছে এবং কোন সময় যদি মোকাবেলার সম্মুখীন হয় তাহলে সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এ বলে অস্বীকারও করতে পারে যে, আমি একথা বলিনি। ফলে চতুর্দিক থেকে গোনাহের হকদার হয়ে গেল। আল্লাহ্ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

(৮) মুনাফিকী চরিত্র প্রকাশ পায়:

মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মুখে ঈমানের দাবী করা আর অন্তরে এর বিপরীত উদ্দেশ্য গোপন রাখা। যারা এরূপ করে তাদের অন্তর ঈমানে সিক্ত হয় না। ফলে তারা অন্যের গীবত ও দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়। রাসূল (সা:) বলেন,

يَا مَعْشَرَ
مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلُ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

"হে ঐ সকল লোক, যারা মুখে ঈমান এনেছ অথচ তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবতে লিপ্ত হয়ো না এবং অযথা দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়িও না। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে, মহান আল্লাহ্ তার দোষ তালাশ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার নিজ ঘরেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।"' (সুনানে তিরমিজি :২০৩২)

অপর হাদীসে রাসূল বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى

اللهُ عَنْهُ.

"প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সেই যার হাত ও মুখের অত্যাচার থেকে অপর মুসলিম নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির হচ্ছে সেই যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জন করে চলে।"'(সহীহ বুখারী: 10; সহীহ মুসলিম: 40)

(৯) ঈমানে অপূর্ণতা আসে:

কোন গীবতকারীর ঘৃণিত বিষয় তার অগোচরে আলোচনা করা হোক তা কি সে পছন্দ করবে? তা কখনই পছন্দ করবে না। তবে সে অন্যের বিষয় অগোচরে আলোচনা করা কিভাবে এত পছন্দ করে? নিজের জন্য যা পছন্দ করে না তা অন্যের জন্য কেন পছন্দ করছে? অথচ হাদীসে বলা হচ্ছে,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ الأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.ِ

"নিজের নফসের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"(সহীহ বুখারী:১৩;সহীহ মুসলিম:৪৫)

(১০) গীবতকারীর দুর্গন্ধ দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে যায়:

গীবতকারী আল্লাহর নিকট এতই ঘৃণিত যে, এই অপরাধের কারণে তার দুর্গন্ধে দুনিয়ার বায়ু কলুষিত হয়ে যায়, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتْ رِيحُ خِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ

مَا هَذِهِ الرِّيْحُ هَذِهِ رِيْحُ الَّذِينَ يَغْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِين

"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ করীম-এর সাথে ছিলাম এমতাবস্থায় হঠাৎ করে মৃত লাশের দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হল। তখন রাসূল বললেন, তোমরা কি জানো এটা কিসের

দুর্গন্ধময় বাতাস? যারা মুমিনদের গীবতে লিপ্ত হয় এটা তাদের দুর্গন্ধময় বাতাস।"' (মুসনাদে আহমাদ ও আদাবুল মুফরদ)

(১১) মৃত জানোয়ারের গোস্ত ভক্ষণ:

বিবেকবান সচেতন ও জ্ঞান বিকৃত হয়নি এমন কোন মানুষ কখনই মৃত জানোয়ারের গোস্ত ভক্ষণ করতে রাজী হবে না একথা ঠিক তবে ঐ সমস্ত জ্ঞানী লোকেরাই প্রতিনিয়ত গীবতের মাধ্যমে মৃত প্রাণীর পচা গোশ্ত খেয়ে নিজ উদর পূর্তি করে চলেছে, যা শরী'আতের দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تُخَلِّلْ فَقَالَ وَمِمَّا أَتَخَلَّلُ مَا أَكَلْتُ لَحْمًا قَالَ إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيك.

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে গেলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অপর এক ব্যক্তি কিছু সমালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলে রাসূল তাকে বলেন, তুমি তোমার দাঁত খেলাল কর। সে ব্যক্তি বলে, আমি তো গোস্ত খাইনি, কেন দাঁত খেলাল করব? রাসূল বলেন, তুমি তো এই মাত্র তোমার ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করলে।" (মুসনাদে আহমাদ:৩৬০০)

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ فَقَالَ لِبَعْضِ

أَصْحَابِهِ لأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ هَذَا حَتَّى يَمْلأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ انْ يَأْكُلَ لَحْمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.

আমর ইবনুল আছ হতে(রা:) একদা একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির গোস্ত ভক্ষণ করার (গীবত করার) চেয়ে এই মৃত জানোয়ারের গোস্ত খেয়ে মানুষের উদর পূর্তি করা অনেক উত্তম।"" কত মারাত্মক হুঁশিয়ারী।

(১২)গীবত ও নামীমাকারী নিকৃষ্ট মানুষ:

গীবত ও নামীমাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা। এরা মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করে শান্তিপূর্ণ সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়। এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল বলেন,

خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاءُوْنَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَاءَ الْعَنَت.َ

"আল্লাহর উত্তম বান্দাগণ হচ্ছেন এমন যে, তাদেরকে দেখা মাত্রই আল্লাহর কথা (আল্লাহকে) স্মরণ হয়। আর আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দারা হচ্ছে এমন যে, তারা শুধু চোগলখোরী করে এবং ভালবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করে বেড়ায়। আর পূত-পবিত্র স্বচ্ছ মানুষদের কলংকিত ও লজ্জিত করার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ)

অধ্যায়:-৬(গীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ)

গীবত নিঃসন্দেহে মহা পাপের অন্তর্ভুক্ত। আর এই মহা পাপ থেকে বাঁচতে হলে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। সেই সাথে তা থেকে বাঁচার জন্য মনের মধ্যে অনুভূতিও সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই অনুভূতি অনুযায়ী আমল করতে হবে।নিম্নে এই গীবত থেকে পরিত্রাণের কতিপয় কিছু উপায় দেওয়া হলো:-

(১) তাকওয়া:

সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি শক্তিশালী করতে হবে। কেননা একমাত্র এ তাকওয়াই মানুষকে সর্ব প্রকার নাফরমানী ও গোনাহের কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। মানুষ যখনই কোন পাপ কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে যায়, তখনই যদি অন্তরে আল্লাহভীতির প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই সে ঐ পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। যেমন জনৈক ব্যক্তি তার চাচাতো বোনের

সাথে যেনার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নের পর নীচে থেকে যখন ঐ মহিলা বলল, ভাই! তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আমার সতীত্বের বন্ধন ছিন্ন করো না। তখন তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই ঐ জঘন্য অপকর্ম থেকে বিরত হয়েছিলেন; শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন ভয় তার সামনে ছিল না।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [آل عمران. ١٠٢ :

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সুরা আলে ইমরান :১০২)

রাসূলে করীম(সা:) বলেন,

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حسن.

"তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে আর গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে সাথে সাথেই নেকির কাজ করবে যেন ঐ গোনাহ্ মোচন হয়ে যায়। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।"'(জামে তিরমিজি :১৯৮৭)

(২) ভাষা নিয়ন্ত্রণ:

মুখে যা আসবে তা-ই বললে চলবে না বরং প্রত্যেকটি কথা হিসাব করে যথাস্থানে ব্যবহার করতে হবে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের প্রতিটি কথাই রেকর্ড হয়ে থাকছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ما يلفظ من قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق. ١٨ :

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই লিপিবদ্ধ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" (সূরা ক্বাফ:১৮)

সাবধান থাকতে হবে যেন এই কথার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়। রাসূল বলেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের ও দুই পায়ের মধ্যস্থিত বিষয়ের (জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের) যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব।" সুতরাং ভাষা ও যৌনাঙ্গকে সর্ব প্রকার ব্যভিচার থেকে হেফাযত করতে হবে। [সহীহ বুখারী:৬৪৭৪]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ

لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

উকবাহ্ ইবনু আমের বলেন, আমি রাসূল-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নাজাত পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার জিহ্বা তথা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, নিজ বাড়িকে যথেষ্ট মনে করবে (বাড়িতে বেশী বেশী অবস্থান করবে) এবং তোমার গোনাহের কারণে বেশী বেশী ক্রন্দন করবে।"' [জামে তিরমিজি :২৪০৬]

রাসূলুল্লাহ্ আরও বলেন,

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ الْسِنَتِهِمْ.

"মানুষের জিহ্বার কর্মফলই মানুষকে তার মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ:৩৯৭৩)

(৩) আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয়:

প্রতিটি কথা ও কর্ম মহান আল্লাহর নিকট অতি নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে রেকর্ড হচ্ছে এবং এই রেকর্ডভুক্ত সকল আমল পরকালে মহান আল্লাহর দরবারে প্রকাশ করা হবে এবং এ ব্যাপারে জবাবদিহিও করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ووُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هذا الكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرة إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا [الكهف.[٤٩ :

"আর আমলনামা সামনে রাখা হবে; অতঃপর এতে যা রয়েছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস! এ কেমন আমলনামা, এ যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি, সবই এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আর আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি যুলুম করবেন না। " (সুরা কাহাফ:৪৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ [الغاشية.[٢٥ - ٢٦ :

"নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে।"(আল গাশিয়াহ:২৫-২৬)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ [التغابن[٧ :

"কাফেরগণ ধারণা করেছিল যে, তাদের কখনই পুনরুত্থান হবে না, আপনি বলুন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে অতঃপর তোমাদের আমল সমূহ অবশ্যই অবহিত করানো হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।""(আত-তাগাবুন:০৭)

(৪) আল্লাহর অসন্তোষ থেকে নিজেকে হেফাযত করা:

যে সমস্ত কথা ও কর্ম মানুষকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করে সে সমস্ত কথা ও কর্ম সার্বিকভাবে বর্জন করে চলার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। কেননা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে।

রাসূল বলেন,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاس.ِ

"যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতেও আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সার্বিক বিষয়ে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষের উপরই নির্ভরশীল করে দেন।"'
(জামে তিরমিজি :২৪১৪)
একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে গীবত।

(৫) আত্মসমালোচনা বা নিজের ত্রুটির প্রতি খেয়াল করা:

অন্যের ত্রুটি তালাশ করতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধন করার কাজে মনোনিবেশ করাই সচেতন ও বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা থেকে পরিশুদ্ধ হতে পারলেই সামাজিক মান-মর্যাদা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব।

সাবধান! নিজেকে রোগাক্রান্ত করে অন্য সঙ্গীর আরোগ্য অন্বেষণ করবেন না এবং নিজের অন্তরকে কলুষিত করে বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশের চেষ্টাও করবেন না। যে নিজেকে ধোঁকা দেয় সে কখনও অপরের জন্য হিতাকাঙ্খী হতে পারে না। কারণ যার মধ্যে নিজের নফসের জন্য কোন কল্যাণের চিন্তা নেই তার মধ্যে অপরের জন্যও কোন মঙ্গল থাকতে পারে না।

(৬) চরিত্র ধ্বংসের ভয় করা।

কোন ধরনের কথা ও আচরণ দ্বারা যেন কোন ক্রমেই উন্নত চরিত্র বিনষ্ট না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর গীবতের মত হারামে লিপ্ত হওয়া উন্নত চরিত্র নষ্টের অন্যতম কারণ।

(৭) বিপদ মুহূর্তে মূল সম্বল হারানোর ভয়:

দুনিয়ার জীবনে উপার্জিত পরকালীন পাথেয় নেকির সম্বল কিয়ামতের ময়দানে কঠিন বিভীষিকাময় অবস্থায় যেন এই জঘন্য অপরাধের কারণে অন্যকে দিয়ে দিতে না হয়, সেই ভয় সর্বদা অন্তরে জাগ্রত রাখা। রাসূলুল্লাহ্ বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"কেউ যদি কোন ভাইয়ের মান-সম্মান অথবা অন্য কিছু নষ্টের মাধ্যমে যুলুম করে থাকে, তাহলে সে যেন তা ঐদিন আসার পূর্বেই নিষ্পত্তি করে নেয়, যেদিন তার কোন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। যদি তা দুনিয়ায় নিষ্পত্তি না করে তাহলে

কিয়ামত দিবসে ঐ অত্যাচারের পরিমাণ অনুযায়ী তার সৎ আমল নিয়ে মাযলুমকে দেয়া হবে। আর যদি কোন সৎ আমল না থাকে, তাহলে ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহ্ নিয়ে তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে।"' [সহীহ বুখারী:২৪৪৯]

অনুরূপভাবে হাসান বাছরী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, "জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে, একথা শুনে তিনি এক ঝুড়ি আধা কাঁচা-পাকা খেজুর গীবতকারীর নিকট উপহার পাঠান এবং বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, আপনি আমাকে অনেক নেকি উপহার দিয়েছেন। এর প্রতিদান স্বরূপ এ উপহারটুকু আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। তবে ওযর পেশ করছি এই জন্য যে, আমি এর বিনিময় পরিপূর্ণভাবে দিতে সক্ষম হচ্ছি না।"

(৮)অন্যের প্রতি যুলুম না করা:

অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধরনের যুলুম। এই অত্যাচারের কারণে পরকালে অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে আসবে এবং নিজের নেকি সমূহ তাকে দিয়ে দিতে হবে, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব মহা বিপদ মুহূর্তে নিজের নেকির সম্বল যেন এই গীবতের কারণে হারিয়ে না যায়, সেদিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রাসূল বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

"প্রকৃত মুসলিম সেই যার হাত ও মুখের অত্যাচার থেকে অপর মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে।"" (মুত্তাফাকুন আলাই)

(৯) নিজে যেমন ভাল ব্যবহার পেতে চাই, অপরের সাথে অনুরূপ ভাল ব্যবহার করা:

বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা শুধু একাই মানুষের নিকট থেকে উত্তম আচরণ ও সম্মান পেতে চায়। কিন্তু অন্যকে ভাল আচরণ ও সম্মান দেয়ার কথা মোটেই চিন্তা করে না। এটা বড় অন্যায়, নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে, অপরের সাহায্য পাওয়ার আশা করলে অন্যকেও অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তবেই তো নিজের নফসের উপর ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। রাসূল বলেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"[বুখারী:১৩;মুসলিম:৪৫]

অতএব নিজের কোন বিষয় নিয়ে মানুষ গীবতে লিপ্ত হোক এটা যেমন অপছন্দ করবে, ঠিক তেমনিভাবে অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়াকেও ঘৃণা করবে।

(১০) সৎ সঙ্গী গ্রহণ:

ভাল-মন্দ পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই তো বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। অতএব সঙ্গী যদি ভাল আচরণের হয় তাহলে সে গীবতের মত জঘন্য পাপ ও এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে সঙ্গীকে অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করবে। এজন্যই রাসূল বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيْنَةً

."সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে (মিসক্) আতর বহনকারীর ন্যায় আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে কামারশালার (হাফরের) ন্যায়। অতএব (মিসক্) আতর বহনকারী হয়ত

তোমাকে একটু আতর (লাগিয়ে) দিবে অথবা তুমি একটু খরিদ করে নেবে, তাও যদি না হয় তাহলে অন্ততঃ একটু সুগন্ধি লাভ করতে পারবে। আর কামারশালার অবস্থা হচ্ছে এমন যে, তাতে তোমার কাপড় পুড়ে যাবে অথবা তুমি ঐ আগুন ও কয়লার দুর্গন্ধ পাবে।”

[সহীহ বুখারী:৫৫৩৪]

(১১) হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন :

অন্যের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা দেখে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন করতে হবে। কেননা এর ফলে নেকি ও পুণ্য নষ্ট হয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে। পক্ষান্তরে যার হিংসা করা হয় তার কোনই ক্ষতি হয় না। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই পরশ্রীকাতরতা মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

(১২) মৃত্যুকে স্মরণ করা:

মৃত্যুর ভীষণ ব্যথাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা গীবতের কারণেও মৃত্যুর শাস্তি কঠিন হবে।

(১৩) পরকালের পাথেয় সংগ্রহ:

বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসে আসল সম্বল হবে নিজের সৎ আমল। অতএব এই সম্বল যেন কোন খারাপ আমলের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আর সৎ আমল নষ্ট করার অন্যতম উপায় হচ্ছে গীবত।

(১৪) সালাফে সালেহীনের বাণী ও আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ:

এ মর্মে বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে, তন্মধ্যে মাত্র দু'একটি উল্লেখ করা হল- যেমন- উমার ইবনুল খাত্তাব(রা:) বলেন, "তোমরা মানুষের সমালোচনা করা হতে সাবধান থাকবে। কেননা এটা হচ্ছে বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে। কেননা এটা হচ্ছে রোগ নিরাময়ক মহৌষধ।”

আলী ইবনুল হুসাইন জনৈক ব্যক্তিকে গীবতে লিপ্ত দেখে বলেন, "গীবতের বিষয়ে তুমি সাবধান থাকবে। কেননা এই গীবত হচ্ছে মানবরূপী কুকুরের তরকারী (খাদ্য)।"

আবু আছেম বলেন, "গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা আমি যখন জানতে পেরেছি তখন থেকে আর কখনই কারো গীবতে লিপ্ত হইনি"।'অনুরূপভাবে মায়মুন ইবনে সিয়াহ্-এর অবস্থা দেখুন, "মায়মুন ইবনে সিয়াহ্ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ কাউকে দিতেন না। তিনি গীবতকারীকে কঠিনভাবে প্রতিহত করতেন এবং বাধা না শুনলে উক্ত মজলিস ছেড়ে উঠে যেতেন।”

জনৈক ব্যক্তি হাসান বছরী (রহিমাহুল্লাহ্)-কে বলেন, "আপনি আমার গীবত করেছেন, জবাবে তিনি বলেন, আপনার মর্যাদা আমার নিকট ঐভাবে পৌঁছেনি যে, আমি আমার নেকিতে আপনাকে অংশীদার করব?" অর্থাৎ গীবত করলে নিজের পুণ্য দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে অতএব নিজের নেকি অন্য কাউকে দিতে চাই না।

ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, "আমি যদি কারো গীবতে লিপ্ত হতাম তাহলে আমার পিতা-মাতারই গীবত করতাম। কেননা তারা দু'জনই আমার নেকি পাওয়ার অধিক হকদার।"

(১৫) খালেছ অন্তরে তাওবা করা:

গীবতের মত মহা পাপে লিপ্ত হয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পেতে অবশ্যই তাওবা করতে হবে। কৃত অন্যায়ের জন্য যেমন তাওবা করতে হয়। তেমনিভাবে ভাল আমল বেশী বেশী করতে না পারার কারণেও তাওবা করা দরকার। আর শুধু মুখে তাওবা-আস্তাগফিরুল্লাহ্ বললেই পরিপূর্ণ তাওবা হবে না; বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণিত শর্তাবলী পালনের মাধ্যমে তাওবা হতে হবে যেটা হবে আত্মিক তওবা।

(১৬) গীবতমুক্ত আড্ডা:

আসুন আড্ডায় জান্নাত খুঁজি:
হাতে কোনো কাজ নেই। কাজ থাকলেও ইচ্ছে হচ্ছে না করতে। শরীর নেতিয়ে পড়েছে একদম। অলসতা পেয়ে বসেছে গোটা দেহজুড়ে। সময়গুলোও কেন যেন এগোচ্ছে না কোনোমতেই। এমন মুহূর্তগুলোয় একটা আড্ডা কিংবা কোনো খেলা হলে বেশ জমত। বেশ ভালো সময় কাটত। কেটে যেত সময়। হয়ে গেল আড্ডার ব্যবস্থা, চলছে আড্ডা, কেটে যাচ্ছে সময়।এমন মুহূর্তগুলোর সাথে আমরা কমবেশি সকলেই পরিচিত। হঠাৎ এমন হয় যে, অকারণেই কিছু ভালো লাগে না বা অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় একটু অবসর কিংবা বিনোদনের প্রয়োজন হয়, কিংবা সময় কাটানোর জন্যে আমরা আড্ডায় মেতে উঠি। হাসি-তামাশা, কৌতুক, ঠাট্টাচ্ছলেও আমরা তখন অনেক গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ি।

হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া বড় কোনো ব্যাপার নয়। একটু অসতর্কতা বা বেখেয়ালি মনে অতিরিক্ত আড্ডায় মত্ত হলেই কখন কার গীবত করে ফেলি তা অনেক সময় নিজেদেরই খেয়াল থাকে না। বেখেয়ালি মনে হঠাৎ ঠাট্টা করতে গিয়ে অনুপস্থিত বন্ধুকে নিয়ে করে ফেলি দোষ-চর্চা।

মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ-আড্ডা যেন গীবতের ছড়াছড়ি। বিশেষ করে গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে গীবতের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। দু-চারজন একসাথে

হলেই শুরু হয় একে অপরের দোষ-চর্চা। সাধারণত গীবত সম্পর্কিত খুব বেশি না জানার দরুন এমনটা হয়ে থাকে। তা হলে এখন গীবত পরিহারে কি আমাদের আড্ডা পরিত্যাগ করতে হবে? না। আড্ডা পরিত্যাগ করতে হবে না, বরং সে আড্ডাকে গীবতের মাধ্যম না বানিয়ে বানাতে হবে জান্নাতি পরিবেশ। আড্ডাও জান্নাতি পরিবেশ হয়ে যায় যখন, সে আড্ডাজুড়ে ছড়িয়ে থাকে যিনি আড্ডায় উপস্থিত থাকার তাউফিক করে দিয়েছেন সে মহান রবের প্রশংসার ছড়াছড়ি।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাহাবিদের নিয়ে বসতেন, আড্ডা দিতেন, মজা করতেন, হাসতেন; কিন্তু আড্ডাজুড়ে থাকত না কোনো গীবত, মজা করতে গিয়ে বলতেন না কোনো মিথ্যা। আড্ডাজুড়ে থাকত কেবলই রবের প্রশংসার ফুলঝুরি।

গীবত পরিহারে করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে আমাদের উচিত, আড্ডায় মানুষের দোষ নিয়ে কথা না বলা, কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে খারাপ ধারণা পোষণ না করা। আড্ডায় কারো দোষের কিছু এলে তা এড়িয়ে যাওয়া এবং অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা। এক্ষেত্রে আড্ডায় দু-চারজন উপস্থিত হলে আমরা আগে সবার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জানতে পারি। সবাই ভালো আছে কিনা, সুস্থ আছে কিনা, কোনো সমস্যায় আছে কিনা, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি, সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টি নিয়ে যার যার ভাবনা প্রকাশ করতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত নিয়ে ভাবতে পারি, সাহাবিদের জীবন নিয়ে ভাবতে পারি। তাদের জীবন থেকে কী ধরনের শিক্ষা পাওয়া যায় তা আলোচনা করতে পারি, কুরআন নিয়ে আলোচনা করতে পারি, হাদিস নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

এভাবে আড্ডায় এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে দেখবেন আড্ডায়... যেমন আনন্দ পাচ্ছেন, তেমনি জ্ঞানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন নতুন বিষয় জানতে পারছেন, ভাবতে পারছেন-আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসায় ভরে যাচ্ছে হৃদয়।

(১৭) আল্লাহর জন্য ভালোবাসা:

মুমিনের সকল কাজে থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা, তার প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কর্মানুযায়ী আখেরাতে সে সকল কাজের প্রতিদান সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত হওয়ার ভাবনা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে এবং কেবলই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই কেউ যদি কাউকে ঘৃণা করে বা ক্রোধপরবশ হয়, তবে তা অতি উত্তম একটি কাজ। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে দুনিয়াবী কল্যাণ হাসিলের উদ্দেশ্যে কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে বা ঘৃণা করে, তা হলে তা নিতান্তই অর্থহীন এবং আখেরাতে এর জন্যে রয়েছে কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা।

আল্লাহর জন্যে কাউকে ভালোবাসায় কোনোরকম সমস্যা নেই, বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: ... وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ

অর্থাৎ,“সাত শ্রেণীর লোক, যাদের আল্লাহ তাআলা কেয়ামাতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া হবে না। তন্মধ্যে এমন দুজন থাকবে, যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা রাখত।” [সহীহ বুখারী:৬৬০]

অন্য এক হাদিসে এ-কথাও বলা হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ

“যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাইকে ভালোবাসে তার উচিত, তাকে তার ভালোবাসা সম্পর্কে অবিহিত করা।” [জামে তিরমিজি :২৩৯২]

অতএব, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাউকে ভালোবাসা এবং সে ভালোবাসার কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে অতি উত্তম একটি কাজ। তবে আল্লাহর জন্যে,

আল্লাহর ওয়াস্তে কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হলে বা ঘৃণা পোষণ করলে কিংবা অভিমান ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় গীবত জড়িয়ে পড়ি। লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণটা সেখানে অধিক হয়ে যায়।

উদাহরণ-স্বরূপ মনে করুন, আপনার সামনে কাউকে গালি দেওয়া হচ্ছে বা আপনি শুনেছেন কাউকে গালি দেওয়া হয়েছে। গালি দেওয়া চরম পর্যায়ের গর্হিত, নিন্দিত এবং পাপের কাজ। এখন আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি যদি বলেন, অমুক ব্যক্তি খুবই খারাপ কাজ করেছে বা করছে যেটা আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। আপনি সহমর্মিতার দরুন তার উপর ক্রোধ বা অভিমান ব্যক্ত করতে গিয়ে তার নামোল্লেখ করলে তা গীবত হয়ে যায়। তবে নাম উল্লেখ না করলে তা গীবত হবে না।

এখানে করণীয় এবং সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো, আরেকজনের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি রাগ বা অভিমান প্রকাশ না করা। কেননা, আপনি নামোল্লেখ না করে কাউকে কোনোকিছু বলতে গেলে সেটা তার নিকট খুব বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না। আর নামোল্লেখ না করে কাউকে কিছু বলতে গেলে, আগ্রহবশত সে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে, ব্যক্তিটি আসলে কে? তখন হয়তো ভুলবশত তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামও বলে দিতে পারেন। এখানে বলার সম্ভাবনাটা থেকেই যায়।

অতএব, কাউকে কোনো খারাপ কাজ করতে দেখলে, শুনলে কিংবা সরাসরি তার কাছে গিয়ে আপনার রাগ-অভিমান ব্যক্ত করুন। তাকে নম্রভাবে বুঝিয়ে বলুন যে এ কাজটা তো নিন্দনীয়। তা হলে উক্ত ব্যক্তিও সংশোধন হওয়ার সুযোগ পেল এবং আপনিও গুনাহ মুক্ত থাকতে পারলেন। আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা আর অভিমানও পরিশুদ্ধ থাকল।

অধ্যায়:-৭ (গীবত সম্পর্কে অন্যান্য)

গীবত পরিহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত:-

কোনো কোনো তাবেঈ বলেছেন-

আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের দেখেছি, তারা গীবত পরিহারকে নামায-রোযার চেয়েও উত্তম মনে করছেন (ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন), যদিও নামায এবং রোযা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম কয়েকটি কারণে গীবত পরিহারকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন। প্রথমত কোনো পাপ পরিহার একধরনের ইবাদত। কিন্তু গীবত এমন এক পাপ; যার দ্বারা শুধু আল্লাহর অবাধ্যতাই নয়, পাশাপাশি বান্দার হকও নষ্ট হয়।

নামায-রোযা আল্লাহর হক; কোনো কারণে এই হক নষ্ট হলে, পরবর্তীতে আল্লাহর নিকট তওবা করে ক্ষমা চাইলে তিমি ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক; যতক্ষণ না বান্দা নিজে ক্ষমা করে দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও এর ক্ষমা করবেন না। আর গীবত করা মানে, যার গীবত করা হয় তার হক নষ্ট করা। কারো গীবত করা হলে তা সরাসরি তার মান-সম্মানে আঘাত হানে। একজন মানুষের জন্যে, তার মান-সম্মানের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হক আর কিছুই হতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, সুদের পাপের চেয়েও মারাত্মক।

কোনো ব্যক্তি ইবাদত করে না, কিন্তু পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে পাপাচারেও লিপ্ত আবার ইবাদতও করে।
একদিন এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে, অন্য ব্যক্তি অধিক ইবাদত করে আবার অধিক পাপাচারে লিপ্ত থাকে; তাদের মধ্যে কে উত্তম? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কম ইবাদত করে, পাপাচার থেকে বিরত থাকে।

দুই

যে রোগের প্রতিষেধক আমাদের জানা, সে রোগের নিরাময় সহজ। কিন্তু যে রোগের প্রতিষেধক আমাদের জানা নেই, সে রোগ নিরাময় আমাদের জন্য সহজ নয়। গীবত এমন এক অত্মিক ব্যাধি, যা মানুষের মুখ দ্বারা হঠাৎই ঘটে যায়। সে কারণে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বারবার যে অঙ্গটির হেফাজত করতে বলেছেন-তন্মধ্যে জিহ্বা অন্যতম।

সাহল বিন সাদ সাঈদী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-কেউ আমার জন্যে তার দু-পা ও দু-চোয়ালের মাঝের স্থানের দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নেব। অর্থাৎ যেনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবে এবং জিহ্বাকে সংযত রাখবে।

অন্য এক হাদিসে এসেছে-

একদিন সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ আস-সাকাফি রাদিআল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি কথা বলুন; যা আমি ধারণ করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি বল আল্লাহই আমার রব, তারপর এতে সুদৃঢ় থাকো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আবার বললাম-হে আল্লাহর রাসুল, আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্যে সর্বাধিক আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন-এই যে, এটি।

গীবত শোনার অপকৃষ্টতা:-

জেনে রাখা উচিত, গীবত করা যেমন হরাম, তেমনি শুনাও হারাম। তাই কেউ কারো গীবত করলে তা শুনা, তাকে বাধা না দেয়া এবং অন্য মুসলমানের সম্মানহানিতে আনন্দিত হওয়া বিরাট গোনাহ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন--

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغَيْبَةِ وَاسْتِمَاعُ الْغَيْبَةِ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবত করতে এবং গীবত শুনতে নিষেধ করেছেন। -(সীরাতে আহমদিয়া- আফাতুল আযান অধ্যায়)

কেউ কারো গীবত করতে থাকলে শ্রোতার চারটি করণীয় রয়েছে-

প্রথম- কারো গীবত শুনতে পেলেই তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। গীবতকৃতের যেসব মন্দ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না, অন্যের নিকট বর্ণনা করবে না। মনে করবে, গীবতকারী একটি কবীরা গোনাহ করেছে। সুতরাং কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির কোন কথা ধর্তব্য নয়। সম্ভবতঃ যার গীবত করা হয়েছে, তার সাথে গীবতকারীর কোন শত্রুতা রয়েছে, তাই তার মন্দ দিকগুলোই বর্ণনা করছে। সুতরাং এসব মন্দ বিষয় বর্ণনাকারীর সত্যবাদী হওয়া অনিশ্চিত।

দ্বিতীয়- কারো গীবত হচ্ছে শুনতে পেলে নিজেও তাতে শরীক হয়ে মুসলমান ভাইয়ের দোষ আরও বেশী করে প্রকাশ করবে না; বরং মনে করবে, গীবতকারী আল্লাহ তাআলার নিকট নিন্দিত তিরস্কৃত। তার অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিও ক্ষ্যাপে যাবেন এবং হাশরের দিন আমাকে আযাব দেবেন।

তৃতীয়- কোন মুসলমানের গীবত হচ্ছে শুনতে পেলে তার প্রশংসা শুরু করা এবং তার সাহায্যে এগিয়ে আসা আবশ্যক, যাতে গীবতকারী অন্য মুসলমানের গীবত হতে

বিরত হয়। অন্যথায় কেয়ামতের দিন সে অপদস্থ অপমানিত এবং খুবই দুঃখিত অনুতপ্ত হবে।

চতুর্থ- গীবতকারীকে কথার মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ দেবে, গীবত করতে নিষেধ করবে। অথবা হাত বা চোখের ইশারায় অন্য মুসলমানের গীবত করতে নিষেধ করবে। শাসক বা প্রভাবশালীদের ভয়ে নিষেধ করা সম্ভব না হলে নিজে মজলিস ছেড়ে সচলে যাবে। এও সম্ভব না হলে মনে মনে গীবতকে মন্দ জানবে। গীবতের প্রতি সন্তুষ্টি দেখিয়ে চুপচাপ মজলিসে বসে থাকবে না।

গীবত ত্যাগের উপকারিতা:-

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানের অধিকারী হয়। গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. গীবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

২. গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

৩. গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করলো।

৪. গীবতের দ্বারা উযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে তার পুনরায় উযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, দু'টি কারণে উযু নষ্ট হয়। পায়খানা-পেশাবের রাস্তা

দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে (বায়হাকী)। আয়েশা (রা) বলেন, ঘুমের দ্বারা যেভাবে উযু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও উযু নষ্ট হয়ে যায় (দুররে মানছুর)। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের উযুকে রক্ষা করলো, যে উযু ছাড়া নামায পড়া যায় না, কুরআন স্পর্শ করা যায় না।

৫. গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। কুরআন মজীদে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।

৭. যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৮. কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ

"মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়" (ইবনে মাজা)।

অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

৯. যে ব্যক্তি গীবত করে না সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত:

নিজে গীবতের মত জঘন্য অপরাধ থেকে বেঁচে থাকলে যেমন আল্লাহর নিকট মর্যাদা লাভ করা যায়, তেমনিভাবে সমাজেও সম্মানিত ও মর্যাদাবান হওয়া যায়। কোন গীবতকারীকে বাধা দিলেও আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য-সহযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। রাসূলুল্লাহ(সা:) বলেন,

مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَه.ُ

"যে ব্যক্তি কোন স্থানে কোন মুসলিমের মান-সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম নষ্ট করে অর্থাৎ সম্মান ক্ষুণ্ণ করে, আল্লাহ্ তাকে ঐ স্থানে বেইজ্জত ও অপমানিত করেন যেস্থানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া পছন্দ করে বা আশা করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মান-সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষায় সাহায্য-সহযোগিতা করে বা সম্মান রক্ষা করে আল্লাহ্ তাকে সেই স্থানে সাহায্য-সহযোগিতা করেন যেখানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশা করে।"'
(সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ)

অপর এক হাদীসে এসেছে-

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ أَرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَال.َ

রাসূলে করীম বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিকের কুচক্র থেকে রক্ষা করে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা প্রেরণ করে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি দোষ-ত্রুটি বর্ণনার দ্বারা কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের উপর কঠিন পুলসিরাতে আটকে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে না পারবে।" [সুনানে আবু দাউদ :৪৮৮৩]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ বলেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।"' (জামে তিরমিজি **:১৯৩১**)

রাসূল(সা:) আরো বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيْهِ فِي الْغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّار.

আসমা বিনতে ইয়াযিদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন "যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের গীবতকারীকে বাধা দেয় বা প্রতিরোধ করে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর বর্তায়।" (মুসনাদে আহমাদ)

সুবহানাল্লাহ্! সমাজে শান্তি-শৃংখলা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে উৎসাহিত করার জন্যই আদর্শ সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ(সা:) এ ধরনের লোভনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে কঠিন কথাও বলেছেন, মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যখন সাফিয়্যাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর ব্যাপারে রাসূল-এর নিকট একটু খাটো বলে মন্তব্য করেছিলেন তখন রাসূল বলেছিলেন,

:

قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا (تَعْنِي قَصِيرَةً)، فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ

"তুমি এমন মারাত্মক কথা বলেছ, যা সমুদ্রের পানিতে মিশিয়ে দিলে সমুদ্র বরাবর হয়ে যাবে।" (জামে তিরমিজি :২৫২০)
অতএব যে ব্যক্তি এই লোভনীয় বিষয়টি লুফে নিতে পারবে এবং কঠিন হুঁশিয়ারী থেকে মুক্ত থাকতে পারবে, সেই তো দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হবে এবং সুন্দর সমাজ গড়তে সহযোগিতা করবে।

গীবত থেকে তাওবা করা:-

এ কথা জানা থাকা দরকার যে, পাপকর্মে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনতিবিলম্বে তওবা করা উচিত। আর আল্লাহ তাআলার হক-সম্পর্কিত গুনাহ হতে তওবা করার শর্ত হলো তিনটি। যথা:

১. তৎক্ষণাৎ উক্ত পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত হওয়া।

২. কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

৩. ভবিষ্যতে এ ধরনের পাপের পুনরাবৃত্তি না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা।

আর বান্দা তথা মানুষের হক-সম্পর্কিত গুনাহ হতে তওবার ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তের সাথে আরও একটি শর্ত রয়েছে। আর তা হলো, যার হক নষ্ট করেছে তাকে তার হক ফিরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক তার থেকে দায়মুক্ত হওয়া।

সুতরাং গীবতকারীর জন্য ওপরোল্লেখিত চার শর্ত-সহকারে তওবা করা ওয়াজিব। কেননা, গীবত বান্দা তথা মানুষের হক-সংশ্লিষ্ট বিষয়। অতএব যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছ থেকেই হালাল অর্থাৎ দায়মুক্ত হওয়া চাই।

এখন কথা হলো ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি কী হবে? শুধু এতটুকু বলাই কি যথেষ্ট হবে যে, আমি আপনার গীবত করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দায়মুক্ত করুন। নাকি গীবতের বিশদ বর্ণনা করাও আবশ্যক?

এ বিষয়ে শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের দুটি মত রয়েছে।

এক দল আলেমের মতে গীবতের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা জরুরি। বিস্তারিত বর্ণনা ব্যতীত যদি তাকে দায়মুক্ত করাও হয়। তদুপরি এই দায়মুক্তি সঠিক হবে না। যেমন অজ্ঞাত সম্পদের ক্ষেত্রে দায়মুক্ত ঘোষণা করলেও প্রকৃত অর্থে দায়মুক্ত হয় না।"

অন্য আরেক দল আলেমের মতে গীবতের বিশদ বিবরণ দেওয়া জরুরি নয়। কেননা, এ বিষয়গুলো সহানুভূতির সাথে সম্পর্ক রাখে। তাই এ ক্ষেত্রে সম্পদের মাসআলার পথে হেঁটে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা জরুরি নয়। তবে শাফেয়ী মাজহাবের আলেমগণের নিকট প্রথমোক্ত মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং এটাই শাফেয়ী মাজহাবের ফাতওয়া।

কেননা, মানুষ ক্ষেত্রবিশেষ গীবত মাফ করে দিলেও (তার সাথে বানিয়ে বলা) অন্য কিছুকে সাধারণত মাফ করে না।

আর যদি যার গীবত করা হয়েছে সে অনুপস্থিত বা মৃত হয় তবে এর থেকে মুক্তি লাভ করা কঠিন বিষয়। তবে কোনো কোনো আলেমের মতে এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি মাগফিরাতের দুআ ও অন্যান্য নেক আমল করা চাই।
যার গীবত করা হয়েছে তার উচিত গীবতকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া। তবে এটা তার ওপর ওয়াজিব নয়। কেননা, ক্ষমা বা দায়মুক্ত করাটা তার দয়া ও নিজের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার মতো। আর এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব যে, সে গীবতকারীকে ক্ষমা করে দায়মুক্ত করবে। যেন অপর মুসলমান ভাই গুনাহের বোঝা থেকে মুক্তি লাভ করে। আর সে এই ক্ষমার সুবাদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ হতে বিশাল পুণ্য ও নৈকট্যলাভে ধন্য হয়।

গীবতের কাফফারা:-

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব নিজের রসনা সংযত রাখা, যাতে রসনা দ্বারা অন্যের গীবত প্রকাশিত হয়ে নিজের দুনিয়া আখেরাত সব কিছুর বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে। কিন্তু কারো উপর শয়তান প্রবল হয়ে গেলে তার দ্বারা যদি কোন গোনাহ সংঘটিত হয় এবং তা নিছক আল্লাহর হক যেমন নামায রোযা ইত্যাদি পরিত্যাগজনিত গোনাহ হয়, তা হলে এর প্রতিকার হল, আল্লাহর দরবারে তওবা করা। কিন্তু তওবার জন্য অন্তরে লজ্জা অনুশোচনা, মুখে এস্তেগফার ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। বান্দা এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন।

আর সংঘটিত গোনাহ যদি বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু তওবা দ্বারা মাফ হবে না। কেননা, হকের অধিকারী কেয়ামতের দিন তার হকের জন্য পাকড়াও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংঘটিত গোনাহের সাথে যে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া জরুরী। সুতরাং গীবত যেহেতু বান্দার হক সংশ্লিষ্ট, তাই শুধু তওবা দ্বারা তা মাফ হওয়া সম্ভব নয়; বরং যার গীবত করা হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করাও জরুরী।

সুতরাং জানা থাকা দরকার, গীবতের সাথে দুইটি হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করো না। অতএব গীবতকারী এক সাথে আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা ও শয়তানের তাবেদারী করে। এর কাফফারা হল, গীবতের শাস্তির কথা স্মরণ করে চোখের পানি বহাবে এবং মুখে এস্তেগফার করবে।

বান্দার গীবতজনিত অধিকারের কাফফারা কি হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে তওবা দ্বারাই গীবতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ লওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে তার প্রশংসা করা,

আল্লাহর দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং কল্যাণ বরকতের দোআ করা জরুরী। এসব করলে তবেই গীবতকারী গোনাহ থেকে মুক্ত হবে। বিভিন্ন হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী থেকেও এ মর্মার্থই বুঝা যায়। তৃতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মিটে যাওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে, তার থেকে মাফ চেয়ে নেওয়াও জরুরী। গীবতের সংবাদ তার কাছে পৌঁছুক বা নাই পৌঁছুক। চতুর্থ দলের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে এ সংবাদ অবহিত হলে তবেই মাফ লওয়া জরুরী। অন্যথায় তার জন্য শুধু এস্তেগফার করাই গোনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট। নিম্নে গীবতের কাফফারা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, মনীষী বাণী এবং উপদেশমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।হাদীস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

كَفَّارَةُ الْغِيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْتَهُ

-গীবতের কাফ্ফারা হল, যার গীবত করা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে তার জন্য এস্তেগফার করা। -(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীর দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

- গীবতের গোনাহ যেনা হতেও কঠোর। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা কেন? তিনি'

জবাবে এরশাদ করেন-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لا يُغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ

-কেউ তওবা করলে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত গীবতকারী দায়িত্বমুক্ত হয় না।-(তাফসীরে দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

يَقْتَصُّ لِلْخَلْقِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى لِلْجُلَجَاء مِنَ الْقَرْنَيْ وَحَتَّى لِلذَّرَةِ مِنَ الذَّرَةِ

-কেয়ামতের দিন এক মাখলুক থেকে অন্য মাখলুকের বিনিময় নেওয়া হবে। এমনকি যে শিংধারী বকরী শিংবিহীন বকরীকে মেরেছে, কেয়ামতের দিন শিংধারী বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর বিনিময় নওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা শিংবিহীন বকরীকে শিং দিয়ে দুনিয়ায় শিংধারী বকরীকে মারার আদেশ করবেন। শুধু তাই নয়; বরং এক অণুকণার হিসাব অন্য অণুকণা থেকে লওয়া হবে।.
-(আহমদ-আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَا كَانَ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْشَى فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارُ وَلَا دِرْهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ صالِحٍ أُخِذَ مِنْ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْه.

-যে কারো প্রতি কোন প্রকারে জুলুম করেছে, সে জুলুম সম্মানহানি অথবা সম্পদ আত্মসাতজনিত হোক, সে দিন আসার আগেই তার তা মাফ করিয়ে নেয়া উচিত, যেদিন কোন দীনার দেরহাম থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তা হলে জুলুমের বিনিময়ে তা মজলুমকে দেয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে দাবীদারের বদআমলসমূহ তার উপর চাপানো হবে।

-(সহীহ বুখারী-কেসাস অধ্যায়)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

ا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ اللهم اني تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى النَّاس. ِ

--- তোমাদের কেউ 'কি আবু যমযমের মত হতে অপারগ?অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই আবু যমযমের মত হওয়া উচিত। সে যখন স্বগৃহ থেকে বাইরে গমনোদ্যত হত, তখন বলত- হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার সম্মান মর্যাদা মানুষের জন্য সদকা করে দিলাম। যদি কেউ আমার গীবত করে তা হলে আমি তাকে পাকড়াও করব না, অভিযুক্ত করব না। কেননা, আমি তার জন্য গীবত হালাল করে দিয়েছি।
-(এহইয়াউল উলূম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَه. ُ

-জান্নাতের মহামর্যাদাবান এক দরজা রয়েছে। এ দরজা দিয়ে সে ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে তার উপর জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেবে।
- (নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস-আলএহসান ইলাল ইয়াতীম অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ قَالُوا وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ قَالَ تُعطى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَك. َ

-তিনটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার হিসাব সহজ করে দেবেন এবং নিজ রহমতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোন, সে তিনটি কি? তিনি এরশাদ করলেন, তা হচ্ছে- যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন

করেছে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়বে, আর যে তোমার উপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করবে।
-(তিবরানীর সূত্রে আততারগীব ওয়াততারহীব, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস)

গীবতের অপরাধ ক্ষমা করা:-

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْكَٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আর যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর যারা মানুষকে ক্ষমা করে আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন।

আর এই ক্ষমা করার পদ্ধতি এই যে, নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দেবে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। একে মিটিয়ে দেওয়াও এখন আর সম্ভব নয়। অতএব এখন আর মুসলমান ভাইকে দায়মুক্ত করে পুণ্যলাভের সুযোগ হাতছাড়া করা সমীচীন হবে না।

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"অবশ্যই যে ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।"(সূরা আশ-শুরা:৪৩)

তিনি আরও বলেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

'ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, আর সৎ কাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞ জাহিলদের হতে দূরে থাকুন। (সূরা আল-আরাফ:১৯৯)

এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

আবু হুরাইরা (এ) হতে বর্ণিত, রাসূল)ﷺ(এরশাদ ফরমান, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا ِكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيه

'আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার (মুসলমান) ভাইয়ের সাহায্যে মশগুল থাকে।" [সহীহ মুসলিম :২৬৯৯]

আধুনিক যুগে গীবত(ডিজিটাল গীবত):

ফেসবুক, যোগাযোগ এবং প্রচার-প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হলেও, এখন গীবত-চর্চারও অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেসবুকে যেমন বেড়েছে ইসলামের দাওয়াহর প্রবণতা, ঠিক তেমনি বেড়েছে একে অপরের গীবত-চর্চাও। ফেসবুক, টুইটার ও ইন্সটাগ্রামসহ সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে ট্রল করে থাকে, অনেকেই তো ট্রল করাকে স্বাভাবিক মনে করে থাকেন।

তাই মানুষ কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ও অজ্ঞতাবশত ভুল কাজে অহরহ ট্রল করে থাকে, অথচ ট্রল করা মারাত্মক অন্যায় ও গুনাহের কাজ। ইসলামে ট্রল করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, আর হারাম কাজ নিঃসন্দেহে কবিরা গুনাহ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এ-যুগে মানুষ নানা কারণে কিংবা তুচ্ছ বিষয়েও একে অপরকে উপহাস করতে দেখা যায়, অথচ ইসলাম উপহাসকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“হে মুমিনরা, কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষের উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আবার কোনো নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান লাভের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা তওবা না করে (ফিরে না আসে) তারা জালেম।” (সুরা হুজরাত:১১)

যারা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কাউকে ট্রল বা ব্যঙ্গ করছেন, তারা কিন্তু এ বিষয়টি কখনো চিন্তাই করেন না যে, এ ট্রলের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কেমন সম্মানহানি ঘটছে। অথচ এ হারাম কাজটিই অহরহ ঘটছে; কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে। তবে সামাজিক মাধ্যমে ট্রলের এ প্রবণতা খুব বেশি লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে ফেসবুক অন্যতম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রসঙ্গে বারবার মানুষকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেছেন-

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান—তোমাদের উপর হারাম (অস্পৃশ্য), যেমন আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরের পবিত্রতা।” (সহীহ বুখারী:৬৭;সহীহ মুসলিম:১৬৭৯)

সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে কোনো একটি বিষয় নজরে আসলেই সে বিষয়টি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ব্যঙ্গ আর সম্মানহানির অপচেষ্টা। যার যা ইচ্ছা তাই লিখে

বেড়ায়। সাধরণত যে ভুলগুলো মানুষ ধরতে পারে না, ট্রলের কারণে সাধারণ মানুষও সে ভুলগুলো জেনে যাচ্ছে, আর তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মান-ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে।

অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের ভুল গোপন সম্পর্কে হাদিসে নসিহত পেশ করে বলেছেন-

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“কেউ যেন তার অপর মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি প্রচার না করে। যদি কোনো মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন করে; তবে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।”(সহীহ মুসলিম:২৫৯০)

বর্তমানে এ কাজটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুব বেশি ঘটছে। মানুষের সম্মানহানি করা হচ্ছে এমনকি এটি মারাত্মক গীবতে পরিণত হচ্ছে।

কারো কারো অবস্থা দেখে মনে হয়, এরা ট্রল করাকে ইবাদত মনে করছে, নাউযুবিল্লাহ।

কারো অসুস্থতা নিয়ে, কারো মৃত্যু নিয়ে তো ট্রল করার প্রশ্নই ওঠে না। এমনও হতে পারে, আপনি যার অসুস্থতা নিয়ে ট্রল করছেন, তাকে মরার আগেই জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছেন; অথচ তার আগেই আল্লাহ আপনাকে উঠিয়ে নিতে পারেন।

হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু অসুস্থ হলে একটি কবিতা পড়তেন, যার ভাবার্থ এমন-

“প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে সুপ্রভাত বলা হয়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও অতি নিকটে।”

কিছু কিছু সাহাবি, তাবেঈ; গীবত পরিহারকে ইবাদতের চেয়েও উত্তম মনে করতেন। কেননা আল্লাহর ইবাদতে ত্রুটি হলে শুধুমাত্র আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ হকের ব্যাপারে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু গীবত এমন রকমের গুনাহ, যা বান্দার হক নষ্ট করে; বান্দা নিজে মাফ না করলে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও তা মাফ করবেন না।

আর কেউ কারো হক আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে, কেয়ামতের দিন বিচারকার্য শেষে তার নেক আমল দিয়েই তার হক পূর্ণ করা হবে; যদি নেক আমল অবশিষ্ট না থাকে, তবে পাপের বোঝা নিজের কাঁধে নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর হক পূর্ণ করতে হবে।

দেখা গেল, আপনি ছিলেন জান্নাতি আর সে জাহান্নামি; আর তার হক আদায় করতে গিয়ে আপনার নেক আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না; যা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। অপরদিকে জাহান্নামি লোকটি আপনার নেক আমলগুলো পেয়ে, খারাপ আমলগুলো আপনাকে দিয়ে জাহান্নামি হয়েও তার স্থান হলো জান্নাতে।

ভাবুন, আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন এই ট্রলের ব্যাপারে, অন্যের মান-সম্মানে আঘাত হানার ব্যাপারে-আপনাকে রবের নিকট হিসেব দিতে হবে না? কীভাবে নিশ্চিত হলেন আপনার নেক আমল দিয়েই কেয়ামতের কঠিন সময় গীবতের হক পরিপূর্ণ আদায় করতে পারবেন?

অধিকাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ভালো কাজে সময় ব্যয় না করে, অযথা কাজে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। বিষেশত বিভিন্ন অযৌক্তিক বিষয় নিয়ে উপহাস করে নিজের এবং হাজারো মানুষের সময় নষ্ট করছি। এত এত সময় অপচয়ের হিসাব আল্লাহর কাছে কীভাবে দেবো আমরা?

খুব সম্ভব এই ট্রলই আমাদের জাহান্নামে যাওয়ার একমাত্র কারণ হয়ে না যায়।

আমরা নিজেরা একদিকে যেমন পাপ কাজে লিপ্ত থাকছি, পাশাপাশি অন্য লোকদেরও এই পাপে লিপ্ত করছি। আবার অনেকেই সেই পাপকে সমর্থন করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত।

কেউ যখন কোনো ট্রলের বিষয়কে সবার সামনে উপস্থাপনের জন্য নিজে তা ফেসবুকে আপলোড দেয়, আবার কারোর তা ভালো লাগায় সে তা শেয়ার করে, আবার কারো তা হাস্যকর মনে হলে হা-হা রিয়েক্ট দিয়ে সমর্থন জানায়। এখানের সবাই সমান পাপের অংশীদার হবে; কেননা, কেউ একজন ট্রল করল আর আপনি রিয়েক্ট ব্যবহার করে, শেয়ার করে তা দ্বারা আরও বেশি প্রচার করতে উৎসাহিত করে।

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

পাপ কাজে লিপ্ত এবং তাতে অংশীদার বা সমর্থনকারী দুজনই সমান পাপের ভাগীদার।

আবার অনেকে বলেন, আমরা ট্রল করছি সংশোধনের উদ্দেশ্যে। অথচ ইসলামে ইসলাহ বা সংশোধনেরও রয়েছে উত্তম পদ্ধতি। যদি কারো দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়, তবে তাকে একান্তে সংশোধন হওয়ার জন্য বলতে হবে। তা না করে সম্মানহানি ঘটে এভাবে তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ কিংবা তা নিয়ে ট্রল করা যাবে না।যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে, তা হলে তার ইসলাহের জন্যে জনসম্মুখে না বলে ব্যক্তিগতভাবে তাকে বলতে হবে।

আসুন সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমসহ সকল জায়গায় ট্রল বা ব্যঙ্গকে 'না' বলি। এমন গর্হিত কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখি। ইসলামের সৌন্দর্য ও আদর্শ সকলের সামনে তুলে ধরি।

গীবত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের নীতি:

সাহাবায়ে কেরামের রীতি

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ গাযালী (রঃ) বলেন-

كَانَ الصَّحَابَةُ يَتَلَاقُونَ بِالْبِشْرِ وَلَا يَغْتَابُونَ عِنْدَ الْغِيْبَةِ وَيَرَوْنَ ذَلِكَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ

- সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি ছিল, তাঁরা কারো সাথে মিলিত হতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হতেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার গীবত করতেন না। এমন করতেন না যে, কারো সম্মুখে প্রশংসা এবং পেছনে দুর্নাম করবেন। এটা তাঁরা উত্তম আমল মনে করতেন।

প্রাসঙ্গিক ২ টি হাদিস নিম্নরুপ:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘজীবী হবে, তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরবে—দৃঢ়ভাবে তা ধারণ করবে।"

(সুনানে আবু দাউদ :৪৬০৭;জামে তিরমিজি:২৬৭৬)

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ), তারপর তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ।"

(সহীহ বুখারী:৩৬৫১;সহীহ মুসলিম:২৫৩৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার দুর্গন্ধময় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। তিনি এরশাদ করলেন, এ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণ, মোনাফেকরা কোন মুসলমানের গীবত করেছে।

-(খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে বর্তমানকালেও গীবতের কারণে নানা প্রকার কষ্ট মসিবত আপতিত হয়। সর্বপ্রকারের কঠোরতা সংকীর্ণতা আত্মপ্রকাশ করে। অথচ মানুষ এর প্রতি উদাসীন। গীবতের কুফলস্বরূপ নানা প্রকার কষ্ট মসিবত, কঠোরতা সংকীর্ণতা দেখেও তওবা করে না।

জনৈক ব্যক্তি চিঠিতে কয়েকজনের গীবত লেখে মানুষের কাছে পাঠায়। এ কাজ আল্লাহ তাআলার নিতান্তই অপছন্দ হয়। তার থেকে এক ভুল কর্ম প্রকাশ পায়। ঘটনাক্রমে একদিন সে এবং তার এক ছাত্রের মাঝে ঝগড়ার ঘটনা ঘটে। ছাত্রপ্রবর তাকে যথেষ্ট দাপটায়। এ নিয়ে রক্তপাত ঘটে। আর. এ ঘটনা বিপুল সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত লোকটি খুবই লজ্জিত অনুতপ্ত হয়। এতদসত্ত্বেও তার মনে হল না, এটা গীবত এবং দুর্নাম রটনারই প্রতিফল।